493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্রান্স অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ১০ সংখ্যা ঃ ৫ পৌষ- ১১ পৌষ , ১৪২০ ঃ ২১ ডিসেম্বর - ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩, ১৭ শফর-২৩ শফর, হিজরি ১৪৩৪, ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

রাহুলকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী করার তোড়জোড় শুরু

নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে কংগ্রেসের এখন আন্নাহি ভরসা

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

প্রায় ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। কারণ, দিল্লিতে শাসকদলের পক্ষে যা হচ্ছে তার সবটাই করছেন রাহুল গান্ধী। আড়াল থেকে তাঁকে পরিপূর্ণভাবে মদত দিচ্ছেন সোনিয়া গান্ধী। কারণ তাঁরা দু'জনেই বুঝে গিয়েছেন আর মিনমিন করলে চলবে না। সুযোগ এলেই তার সদব্যবহার করতে হবে। লোকপাল বিল পাশ করানোর দাবিতে অনশন শুরু করেছিলেন আন্না হাজারে। এ ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি ছিল সমাজবাদী পার্টির। কিন্তু সেই বিষয়টিকে কোনওরকম আমল না দিয়ে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়েন রাহু এবং সোনিয়া। ঘটনচক্রে তাদের দু'জনের এই তৎপরতা লক্ষ করে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেনি অন্যান্য দলগুলিও। রাজ্যসভা এবং লোকসভায় দুর্নীতি নিরোধক বিলটি ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যাওয়ার পর স্বয়ং আন্না হাজারে এই কাজের জন্য তারিফ করেছেন রাহুল গান্ধীকে। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি মনঃপুত হয়নি বিজেপি'র। কিন্তু সমগ্র বিষয়টি তখন তাদের হাতের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতি এবং জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্যই চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। এ বিষয়ে কারোরই বোধহয় কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। গান্ধী পরিবারের দুই বর্তমান কর্ণধার বুঝতে পেরেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে না পারলে কোনওভাবেই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই যা বলবেন আন্না হাজারে, তাই অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করার নীতি থেকে একচুলও সরতে রাজি নন তাঁরা।

প্রবল দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদের কার্ড যথাযথভাবে খেলতে পারলে জনজীবনে তার যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে।

আরেকটি বিষয় তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। তা হল, প্রবল দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদের কার্ড যথাযথভাবে খেলতে পারলে জনজীবনে তার যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে। আমেরিকায় কর্মরত ভারতের ডেপুটি কনসাল জেনারেল দবযানি খোবরাগাড়ের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শাসকদলের সবাই। এখানেই তারা কাত করে দিতে পেরেছেন বিপক্ষ দলগুলিকেও। সংসদে সব দল এককাট্টা হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমেরিকার এহেন আচরণে 'ইঁটের জবাব পাটকেল দিয়েই দিতে হবে।' পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ বলেছেন, যদি দেবযানী খোবরাগাড়েকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে না পারি তাহলে আর সংসদেই আসব না। কারণ, এর সঙ্গে দেশের সম্মান জড়িয়ে আছে।

দেশপ্রেমের এই কার্ড সঠিক সময়ে খেলায় জনসাধারণ যথেষ্ট উত্তেজিত। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, চার রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচনের ফল বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত ঝড়ের দাপট যেন একসময় তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলে, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

এইসব ঘটনার পাশাপাশি ইদানীংকালে অতি দুর্বল হয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে লোকসভা নির্বাচনের আগেই গদি থেকে সরিয়ে

এরপর পাঁচের পাতায়

ওপারে কাদেরের ফাঁসি, এপারের দেশদ্রোহীদের কি হবে ?

ওঁকার মিত্র

একটা ভৌগলিক রেখা, তাতেই কত তফাত এপার-ওপারে। ওপারে যখন মুক্তি যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতক রাজাকারদের শাস্তির দাবিতে যুব সমাজ (যারা ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের সময় জন্মাননি বা রাজাকারদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেনি তারাও) গর্জে উঠছে এপারে তখন যুব সমাজ আধুনিক কালচারে গা ভাসিয়ে শুধুই কেরিয়ারিস্ট হয়ে উঠছে। অথচ দুটোই বাংলা। পূর্ববাংলা (যার পোশাকী নাম বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবাংলা। ওপারে যখন সরকার

দেশদ্রোহীদের ফাঁসি দিতে বদ্ধপরিকর, এপারে তখন দেশদ্রোহীরা বহাল তবিয়তে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওপারে যখন অভ্যুত্থান, এপারে তখন গণতন্ত্রের বলিদান।

মনে পড়ে সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' উপন্যাসটির কথা, কিংবা সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি'। যেখানে ছত্রে ছত্রে দেশদ্রোহীদের কাহিনী গাঁথা হয়ে আছে। সেসব এখন ডাস্টবিনে। আমরা এখন টুইটার ফেসবুক,

এরপর পাঁচের পাতায়

গ্রামবাসীদের ঘরে রাত কাটিয়ে কাজ করছেন বিডিও

মেহেবুব গাজী

ডায়মন্ড হারবার : তিনি চার দেওয়ালে মধ্যে বসে থাকতে ভাল বাসেন না। তিনি চান না শুধু সরকারি প্রকল্প কাগজে কলমে আটকে থাকুক। তাই গ্রামে গ্রামে গিয়ে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা ও অধিকার সম্পর্কে কথা বললেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে। আর খোদ সরকারি আধিকারিককে কাছে পেয়ে গ্রামবাসীরা আপ্লুত। সুন্দরবনের মথুরাপুর ২ ব্লক। মে াট ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৫০ বেশি গ্রাম। গ্রামবাসীদের বার্ধক্যভাতা, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প কিংবা গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ঠিকঠাক চলছে কি না তা দেখতে গ্রামে রাত কাটালেন খোদ বিডিও ত্রিদিব সর। মাত্র মাস তিনেক আগে বিডিও-র দায়িত্ব নিয়েছেন বছর একচল্লিশের ত্রিদিব। বীরভূমের খণ্ডগ্রামের আদি বাসিন্দা ত্রিদিবের বেড়ে ওঠা কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডের শাঁখারি পাড়ায়। মথুরাপুরের দায়িত্ব নেওয়ার আগে পটাশপুর ২ ব্লকের বিডিও-র দায়িত্বে ছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন কেটে যাওয়ার পর থেকে

এরপর পাঁচের পাতায়

কোন পাতায় কি

অধীর-মমতার লড়াই - পৃষ্ঠা ৭
চাকরির খবর- পৃষ্ঠা ২
জেলার খবর - পৃষ্ঠা ৩, ৪, ১৩
ভ্রমণ - পৃষ্ঠা ৮,৯
বর্ধমানের দেবী যোগাদ্যা - পৃষ্ঠা ১০
সিনেমা - পৃষ্ঠা ১১
বিশাখা আইন কি - পৃষ্ঠা ১৩
ডায়াবেটিস - পৃষ্ঠা ১৪
খেলা - পৃষ্ঠা ১৬

বিবেকানন্দ স্মৃতিধন্য বজবজ পুরনো স্টেশনের সংস্কারের দাবি

কুণাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষ আগামী জানুয়ারি মাস শেষ হতে চলেছে। তবুও বজবজসাসী তথা বাংলার মানুষের স্মরণীয় মনীষী বিবেকানন্দের পদধূলি ধন্য বজবজ পুরনো রেল স্টেশনের এখনও সংস্কার হল না। বজবজ পুরনো রেল স্টেশনকে অনেক দিন আগেই হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ জানালেন, আমরা বিবেকানন্দ স্মারক কমিটির পক্ষ থেকে ভারতের রেলমন্ত্রীকে বার বার জানিয়েছি বজবজ পুরনো রেল স্টেশনে

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরে ফার্মাসিস্ট, নার্স, মাল্টিপার্পাস ওয়ার্কার ও ডাক্তার নিয়োগ

শূন্যপদঃ স্টাফ নার্স (শুধু মহিলাদের জন্য) ৭৪৬।

যোগ্যতাঃ ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেনিং করা থাকতে হবে। হাসপাতালের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হবে। অভিজ্ঞতা সার্টিফিকেটে প্রার্থীর নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, নিয়োগের তারিখ ও চাকরি ছাড়ার তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে। মাধ্যমিক থেকে শুরু করে নির্ধারিত যোগ্যতার জন্য প্রত্যেকটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নম্বর আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের জন্য ৩০, জিএনএম ট্রেনিংয়ের জন্য ২০, হাসপাতালে কাজের অভিজ্ঞতা ১ বছর হলে ৫, ২ বছর হলে ১০, ৩ বছর হলে ১৫, ৪ বছরের বেশি হলে ২০ নম্বর পাওয়া যাবে।

ফার্মাসিস্ট ৪৪১।

যোগ্যতাঃ ফার্মাসিস্ট কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অথবা এআইসিটিই স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে ফার্মাসিতে ২ বছরের ডিপ্লোমা ন্যূনতম থাকতেই হবে। তবে বিফার্ম বিশেষ করে এমফার্ম থাকলে অতিরিক্ত নম্বর পাবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের জন্য ২০, ডিপ্লোমা ৩০, বিফার্ম হলে ২০ এবং এমফার্মে ১০ নম্বর।

মেডিকেল অফিসার ৯৬৩। ৫০ শতাংশ আসনে মহিলাদের অগ্রাধিকার।

যোগ্যতাঃ বিএইচএমএস অথবা বিএএমএ ডিগ্রি থাকতে হবে। ইন্টারশিপ সম্পূর্ণ হতে হবে। বিএইচএমএস ডিগ্রি ধারীদের হোপিওপ্যাথী সেন্ট্রাল কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৩-এর সেকেন্ড সিডিউলভুক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের জন্য ২০, ডিগ্রি কোর্সের জন ৪০ এবং এমডি-এর জন্য ২০ নম্বর পাবেন।

রাজ্যের হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কাউন্সিলের স্টেট রেজিস্টার অফ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল প্র্যাক্টিসনারদের পার্ট 'এ'-তে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। হোমিওপ্যাথি অথবা আয়ুর্বেদিকে এমডি করা থাকলে অতিরিক্ত নম্বর পাবেন।

নিয়োগের নিয়মকানুনঃ সবক্ষেত্রেই প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। বাংলায় কথা বলতে ও লিখতে-পড়তে জানতে হবে। প্রার্থীদের যেকোনও জেলায় নিয়োগ করা হতে পারে। প্রত্যেকটি পদে তপশিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষণ থাকবে, বয়সের ছাড় পাবেন।

বয়সঃ ১ অক্টোবর ২০১৩-তে ৪০ বছরের বেশি হলে চলবে না।

বেতনঃ নার্সদের ১৭,২২০ টাকা, ফার্মাসিস্টদের ১৬,৮৬০ টাকা, মেডিকেল অফিসারদের ২৫,০০০ টাকা।

তিন পদের ক্ষেত্রে যেসব শংসাপত্র লাগবেঃ ভোটার কার্ড বা প্যান কার্ড বা পাসপোর্ট, ঠিকানার প্রমাণপত্র (উপরোক্ত পরিচয়পত্রগুলি অথবা বাড়ির ইলেকট্রিক বিল), বয়সের প্রমাণপত্র, সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জাতিগত শংসাপত্র। মেডিকেল অফিসারের পদের ক্ষেত্রে ইন্টারশিপ সম্পূর্ণ করার শংসাপত্র ও কাউন্সিল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, সমস্ত পরীক্ষার মার্কশিট।

ফিজঃ স্টাফ নার্স ও ফার্মাসিস্টদের ১০০ টাকা কিন্তু সংরক্ষিত প্রার্থীদের ৫০ টাকা। মেডিকেল অফিসারদের ক্ষেত্রে ২০০ ও ১০০ টাকা। যেকোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের থেকে 'ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার' সমিতির অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফট কাটতে হবে।

আবেদন পদ্ধতিঃ www.wbhealth.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এক কপি সাম্প্রতিক ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করে রাখতে হবে। দরখাস্ত পূরণের সময় ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করতে হবে। অনলাইন ফর্ম সাবমিট হলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নেবেন। ডিমান্ড ড্রাফট সহ ফর্মের প্রিন্ট আউটটি শুধুমাত্র স্পিড পোস্টের মাধ্যমে পাঠাবেন এই ঠিকানায় - এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেটহেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি। ডিমান্ড ড্রাফটের পিছনে এবং খামের উপর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নম্বর, জন্মতারিখ, অভিভাবকের নাম ও সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাস্ট ক্যাটাগরি উল্লেখ করতে হবে।

চূড়ান্ত তারিখঃ অনলাইন আবেদন করতে পারবেন ৬ জানুয়ারি ২০১৪ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। আর প্রিন্ট আউটসহ খামটি পৌঁছতে হবে ১৪ জানুয়ারির মধ্যে।

মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার বিজ্ঞানে উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য

পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলায় রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি জাতীয় গ্রামীন স্বাস্থ্য অভিযানের ১ বছরের চুক্তিতে ৯০০ জন পুরুষ মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার।

বেতন ১৩,৫৬০ টাকা।

যোগ্যতাঃ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিদ্যা আবশ্যিক বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। প্রার্থী যে ব্লকে আবেদন করবেন সেই ব্লকের বাসিন্দা হতে হবে।

বয়সঃ ১ নভেম্বর ২০১৩-তে বয়স হতে হবে ৪০-এর মধ্যে। শূন্যপদ মোট ৯০০টি। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জাতি, উপজাতি ও ওবিসিদের জন্য সংরক্ষিত পদ থাকবে।

জেলা অনুযায়ী শূন্যপদঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৫০, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৭, হাওড়া-৭৬, পূর্ব মেদিনীপুর-১৩৫, মালদহ-৯৫, দক্ষিণ দিনাজপুর-৪৩, উত্তর দিনাজপুর-৬৭, মুর্শিদাবাদ-১৫৬, নদিয়া-২৫, হুগলি-১০৯, বর্ধমান-৪৮, দার্জিলিং-১৯।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার শূন্যপদঃ গোসাবা ব্লক ১০, বাসন্তী ব্লক ৪, মথুরাপুর ৭, পাথরপ্রতিমা ৯, কাকদ্বীপ ১০, সাগর ১০।

নিয়োগ পদ্ধতিঃ উচ্চমাধ্যমিকে তিনটি বিজ্ঞান বিষয়ে এবং বাংলা ও ইংরাজি মোট পাঁচটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি হবে। যদি একের বেশি প্রার্থীর পাঁচ বিষয়ে মোট নম্বর সমান হয় তাহলে জীববিদ্যায় যার নম্বর বেশি তাকে প্রথম স্থান দেওয়া হবে। এক্ষেত্রেও যদি একাধিক প্রার্থীর নম্বর সমান হয় তাহলে যার বেশি বয়স তিনি সর্বপ্রথম বিবেচিত হবেন।

আবেদন পদ্ধতিঃ www.wbhealth.gov.in ওয়েবসাইটে রিক্রুটমেন্ট লিঙ্কে গিয়ে আবেদনপত্র ডাউনলোড করবেন। এরপর দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় এক কপি সেল্ফ অ্যাটেস্টেড ছবি সেঁটে দিন।

এর সঙ্গে দেবেন ১) ভোটার কার্ড অথবা প্যান কার্ড অথবা পাসপোর্টের জেরক্স কপি, ২) আপনি যে ব্লকের বাসিন্দা তার প্রমাণপত্র হিসেবে গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ডের জেরক্স কপি অ্যাটেস্টেড করাবেন, ৩) বয়সের প্রমাণপত্র, ৪) সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট, ৫) উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটের জেরক্স কপি, দরখাস্তটি খামে ভরে জেলার সিএমওএইচ দফতরে জমা দেবেন।

মাধ্যমিক ও ক্লাস সিক্স পাশ ছেলেদের নৌবাহিনীতে রাঁধুনি, স্টুয়ার্ড ও সাফাই কর্মীপদে নিয়োগ

শুধুমাত্র অবিবাহিত পুরুষেরাই আবেদন করতে পারবেন।

যোগ্যতা : রাঁধুনি ও স্টুয়ার্ড পদের জন্য দশম শ্রেণি পাশ এবং সাফাই কর্মীদের ক্লাস সিক্স পাশ হতে হবে।

বয়স : ১অক্টোবর ২০১৪-এ ১৭-২১ বছরের মধ্যে বয়স হতে হবে। দুই ক্ষেত্রেই সুবেদার মেজর সমতুল্য র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত পদোন্নতি হতে পারে।

বেতন : ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। এমএসপি এবং ডিএ ২,০০০ টাকা। ট্রেনিং চলাকালীন ৫,৭০০ টাকার স্টাইফেন পাওয়া যাবে। ট্রেনিং শেষে মূল বেতনক্রম ৫,২০০-২০,২০০টাকা। সঙ্গে উপরে উল্লেখিত গ্রেড পেয়ে অন্যান্য ভাতা।

পরীক্ষা পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতা ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। স্টুয়াড এবং রাঁধুনিদের জন্য ১ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরাজি ও সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হবে। সাফাই কর্মীদের ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্ক পরীক্ষা হবে ৪৫ মিনিট সময়। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপের। হিন্দি ও ইংরাজী প্রশ্ন হবে। লিখিত পরীক্ষা বিস্তৃত সিলেবাস ও দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েব সাইটে। www.nausena_ bharti.nic.in

শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। ২০ বার উঠবোস,১০ বার পুস-আপ। বাহুর নীচের অংশে কনুই থেকে কব্জির ভিতরের দিকে এবং হাতের তালুর ভিতর দিক ছাড়া শরীরের অন্য কোনও অংশে ট্যাটু লাগানো থাকবে না। ডাক্তারি পরীক্ষার দায়িত্বে থাকবেন মিলিটারী ডাক্তাররা।

এরপর পনেরো পাতায়

সর্বভারতীয় ডাক্তারি কোর্সে জয়েন্ট এন্ট্রান্স

ভারত জুড়ে ৩৫৩টি মেডিকেল কলেজে ও ২৯৭টি ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৫ শতাংশ আসনে প্রার্থী নেওয়া হবে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরাজি নিয়ে প্রতিটি বিষয়ে ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশেরা আবেদন করতে পারেন। প্রতিবন্ধী, তপশিলি, ওবিসি প্রভৃতি সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বর হলেই চলবে। দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে www.aipmt.nic.in

বয়স ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-তে ১৭ থেকে ২৫-এর মধ্যে। তপশিলি ওবিসিরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন। রাজ্য এবং পরীক্ষা কেন্দ্র অনুযায়ী দু'রকম কোড নম্বর থাকছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোড ৩৫ এবং রাজ্যের যেদুটি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে তাদের কোড নম্বর হল কলকাতা ৮৪৮ ও শিলিগুড়ি ৮৪৯।

দরখাস্ত পদ্ধতি: পরীক্ষা ফিজ বাবদ ১০০০ টাকা এবং তপশিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫৫০ টাকা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দেবেন কানাড়া ব্যাঙ্ক বা সিনডিকেট ব্যাঙ্ক বা ই-পোস্ট অফিসে। চালান ওয়েবসাইটে পাবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের কপি ও স্টুডেন্ট কপি নিয়ে নেবেন।

এরপর পনেরো পাতায়

সরকারের গাফিলতিতে হতাশ গ্রামবাসীরা নিজেরাই তৈরি করছেন রাস্তা

মেহবুর গাজী, ডায়মন্ডহারবার: প্রশাসনিক গাফিলতিতে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা গ্রামের রাস্তা অবশেষে সরকারি সাহায্য ছাড়াই নতুন করে তৈরির উদ্যোগ নিল গ্রামবাসীরাই। সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেরাই চাঁদা দিয়ে ১০ লক্ষ টাকা জমিয়ে নতুন রাস্তা তৈরির কাজে হাত লাগালেন। এমনি দৃশ্য দেখা মিলল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের মৌখালি গ্রামে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বাম আমল থেকে শুরু করে নতুন সরকারের তিন বছরে বারংবার স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক, মহকুমা ও জেলাপ্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। ধামুয়া উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌখালি, মনিবারপুর, রামপুর এই তিনগ্রামের প্রায় ২০ হাজার বাসিন্দার একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা হেড়িয়া গ্রামের ওপর থেকে। মৌখালি থেকে হেড়িয়ার দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার। প্রায় ১০ বছর ধরে এই ৩ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা একেবারেই বেহাল। এক পসলা বৃষ্টিতে রাস্তা আরও বেহাল হয়ে পড়ে। বাম আমলে তিন গ্রামের বাসিন্দারা স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক, মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের কাছে একাধিকবার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বেহাল রাস্তা মেরামতের তখন কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। গ্রামবাসীরা ভেবেছিলেন নতুন সরকার আসার পর রাস্তা সমস্যার সমাধান হবে। এই ৩ বছরে গ্রামবাসীরা একই সমস্যা সমাধানের আবেদন নিয়ে প্রশাসনের দরজায় দরজায় বারে বারে ঘুরেছেন। কিন্তু

ছবি ঃ সৌরভ মণ্ডল

তাতেও কোনও সুরাহা না মেলায় বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা নিজেরাই চাঁদা তুলে এই ৩ কিলোমিটার বেহাল রাস্তা নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর থেকে কয়েকমাস ধরে গ্রামবাসীরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা দিয়ে টাকা জমানো শুরু করেন। আর যাদের সামর্থ নেই এরকম গ্রামবাসীরা রাস্তা তৈরির কাজে হাত লাগাবেন। গ্রামবাসীদের জমানো টাকার পরিমাণ ১০ লক্ষ। ওই টাকায় ইঁট, বালি, সিমেন্ট কিনে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আর যে সমস্ত গ্রামবাসীরা চাঁদার টাকা দিতে পারেনি তারা সকলেই শ্রম দিচ্ছেন রাস্তা তৈরির কাজে।

এইভাবে গত দু'সপ্তাহ ধরে চলছে ঢালাই রাস্তার কাজ। গ্রামবাসী আজিজুল লস্করের অভিযোগ, বেহাল রাস্তা সমস্যা সমাধানের জন্য বাম আমল থেকে প্রশাসনের কাছে দরবার শুরু করেছিলাম। নতুন সরকারের এই ৩ বছরেও প্রশাসনের কাছে বারে বারে রাস্তা তৈরির আবেদন জানিয়েছিলাম। কোনও সুরাহা না হওয়ায় ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমরা গ্রামবাসীরা নিজেরাই চাঁদা দিয়ে টাকা জমিয়ে রাস্তার কাজ শুরু করেছি। সরকার দেখুক, প্রশাসন দেখুক গাফিলতির উদাহরণটা।

রাস্তার কাজে পরিবারের মহিলারাও হাত লাগিয়েছেন।

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা শাসক মৌমিতা সাহা গ্রামবাসীদের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ঘটনাটি নজরে ছিল না। দেখছি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কীভাবে গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ানো যায়। এতদিন ওই বেহাল রাস্তা তৈরিতে কোথায় গাফিলতি ছিল অবশ্যই খতিয়ে দেখব। জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ জানান, আবেদন পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতাম। জেলাপরিষদের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের পাশে অবশ্যই থাকব। তবে কী কারণে এতো দিন রাস্তা তৈরি হয়নি খতিয়ে দেখা হবে।

শিক্ষককে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: রাতের অন্ধকারে এক শিক্ষককে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল বন্ধুর বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সাগরের কালীবাজারে। প্রায় সত্তর শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষক সূর্যশঙ্কর বারিক। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে উত্তম বেরা ওরফে তপনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত সজিদ ক্যামিলা পলাতক। টাকার লেনদেন ও মহিলা ঘটিত কারণে এই খুনের চেষ্টা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় মহিশামারির বাসিন্দা সূর্যশঙ্কর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ব শিক্ষক। সূর্যশঙ্করের দীর্ঘদিনের বন্ধু স্থানীয় কালীবাজারের সোনার ব্যবসায়ী সজিদ ক্যামিলা। সজিদ স্থানীয় বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা। দু'জনের মধ্যে টাকা লেনদেনও ছিল।

এদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় বাজারের সেলুন মালিক উত্তম সূর্যশঙ্করকে ফোন করে। সে ফোনে জানান, একটি ওবিসি ফর্ম ফিলাপ করব, তুমি এলে ভাল হয়। পরিচিত উত্তমের ফোন পেয়ে শিক্ষক একটি সাইকেলে চেপে বাজারে আসেন। এরপর ফর্ম ফিলাপ করে রাত ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরতে থাকেন সূর্যশঙ্কর। এইসময় গ্রামের ফাঁকা রাস্তায় হঠাৎ করে একটি মোটরসাইকেলে চেপে সজিদ ও উত্তম হাজির হয়। শিক্ষকের পথ আটকে দাঁড়ায় তারা। টাকার লেনদেন নিয়ে বচসা শুরু হয়। শিক্ষক বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করলে সাইকেলের চাকার হাওয়া খুলে দেয় তারা। এরপর ব্যাগ থেকে একটি বোতলে রাখা তরল রাসায়নিক বের করে উত্তম, সজিদ। শিক্ষককে জোর করে তরল রাসায়নিক খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা। কিন্তু শিক্ষকের বাধা পেয়ে তরল রাসায়নিক মুখে ঢোকাতে পারেনি। অবশেষে রাসায়নিক মাথায় ঢেলে দেয় তারা। রাসায়নিক ঢেলে দিয়েই চম্পট দেয় তারা। এরপর রাসায়নিকের জ্বালায় ছটপট করতে থাকেন সূর্যশঙ্কর। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকেন তিনি।

চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসে গ্রামবাসীরা। ততক্ষণে শিক্ষকের সারা শরীরে থেকে পোড়া গন্ধ বের হতে শুরু করেছে। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে আসা হয় সাগরের রুদ্রনগর ব্লক হাসপাতালে। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় সকালে নিয়ে আসা হয় ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে। রাতেই গ্রেফতার হয় উত্তম। কিন্তু মূল অভিযুক্ত সজিদ পলাতক। দোষীদের গ্রেফতার দাবিতে সাগর থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেয় বাম যুব সংগঠন। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'টাকার লেনদেনের পাশাপাশি এক মহিলার সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে এই খুনের চেষ্টা। সোনা গলাতে যে অ্যাসিড ব্যবহার হয় সেই রাসায়নিকে প্রমাণ মিলেছে। তদন্ত চলছে। মূল অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

ফলতায় সম্প্রীতি কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা : সম্পন্ন হল ফলতায় সম্প্রীতি কাপ। ফলতা থানার বাসস্ট্যাণ্ডে ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার তথা কোচ সুব্রত ভট্টাচার্য্য। বিধায়ক তমোনাথ ঘোষ বলেন, জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে আনতে এই সম্প্রীতি কাপের আয়োজন করা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে প্রশিক্ষণের চিন্তাভাবনা নেওয়া হয়েছে।

ক্যানিং-এ মুরগী ছানা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : তিন হাজার মুরগী ছানা বিতরণ করল ক্যানিং-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ দাস। পরেশ দাস বলেন, তিন হাজার মুরগীর ছানা বিতরণ করায় উপকৃত হবেন এলাকার গরিব মানুষ। একদিকে যেমন ডিম উৎপাদন বাড়বে, অপরদিকে মাংসের চাহিদা কিছুটা পূরণ হবে। ফলে কিছুটা আর্থিক সুরাহা হবে বাসিন্দাদের। আগামী দিনে মুরগী ছানার পাশাপাশি হাঁস, ছাগল ও ভেড়াও তুলে দেওয়া হবে।

১৩৮ পরিবারে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথর প্রতিমা : ১৩৮ টি পরিবারে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হল সুন্দরবনের পাথর-প্রতিমা থানার অন্তর্গত রাজ রাজেশ্বর গ্রামে। জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলের অরবিন্দ প্রামাণিক বলেন, বিআরজি এফ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ৩৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। ২০১৪ সালের মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবারে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রথম ধাপে ১৩৮টি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১০০টি হাইস্কুলে সোলার বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এশিয়ার আকর্ষণীয় পর্যটকের অন্যতম সুন্দরবন। তাই পর্যটকের ভিড় জমে গোটা সুন্দরবন জুড়ে। বিদ্যুৎ সংযোগ বৃদ্ধি পেলে পর্যটন শিল্প আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে সুন্দরবনে

ধারালো অস্ত্রে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের আক্রমণে খুন হলেন ইউয়ুদ আলি পুরকাইত নামের এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার খিরিশ তলা গ্রামে। এ ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশের তরফে জনানো হয়েছে, এদিন ৭-৮ জনের একটি দুষ্কৃতী দল ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে ইউয়ুদ আলিকে।

মৃতের ছেলে সামসুদ্দিন পুরকাইত অবিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এখনও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। স্থানীয় কিছু মানুষের বক্তব্য যে কোনও রাজনৈতিক ঘটনা এর পিছনে নেই। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে খুনের পিছনে সম্পত্তিগত বিবাদ রয়েছে।

বসার চেয়ার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে সহ স্বাস্থ্য মুখ্য আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : নামেই ডায়মন্ড হারবার জেলার সহ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-৩। বেতনও পান বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালের সুপার হিসেবে। কিন্তু কোনও কাজ নেই তাঁর। নিজস্ব অফিস ঘর থাকা সত্ত্বেও ঘরে ঢোকার অনুমতি নেই। এমনকি বসার চেয়ার পর্যন্ত নেই তাঁর। গত ২১ অগাস্ট থেকে স্বাস্থ্য দফতরের অফিসের বারান্দায় বসতে হয় জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সহকারি মুখ্য আধিকারিক গৌরাঙ্গ সুন্দর জানাকে। ঘটনার প্রতিকার চেয়ে পুরো বিষয়টি নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিশ্বরঞ্জন শতপথি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসক শান্তনু বসুর দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

ছবিঃ সৌরভ মণ্ডল

গৌরাঙ্গবাবুর অভিযোগ প্রথম থেকেই তিনি নাকি স্বাস্থ্য দফতরের বিষ নজরে ছিলেন। ১৯৯৪ সালে ডাক্তারি পাশ করে জলপাইগুড়িতে থেকে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তিনি। সেই সময় থেকে স্বাস্থ্য দফতরের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। হুগলি ও হাওড়াতে প্রশাসনে থাকার সময় ফাঁকা প্যাডে চিকিৎসকদের স্বাক্ষর করা নিয়ে সরব হয়েছিলেন গৌরাঙ্গবাবু। শিশু মৃত্যু ঘটনাকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অধিকাংশ চিকিৎসকের ঘুমিয়ে পড়া ছবি প্রকাশ করে দফতরের বিরাগভাজন হয়েছিলেন ডক্টর জানা। ১৩ বছরের কর্মজীবনে এখন ১৬ বার বদলি হতে হয়েছে গৌরাঙ্গবাবুকে।

গত ১৯ আগস্ট স্বাস্থ্য দফতর থেকে একটি নির্দেশনামায় তাঁকে বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালের সুপার হিসেবে কাজে যোগ দিতে বলা হয়। ওইদিনই কাজে যোগ দিয়ে জানতে পারেন তাঁকে আবারও বদলি করা হয়েছে। তিনি জানতে পারেন ডায়মন্ড হারবারে সহ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-৩ পদে বদলি করা হয়েছে। কাজে যোগ দিতে গিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পনকাশ মৃধার কাছে অপমানিত হয়ে তাঁকে। এমনকি তাঁর বসার জন্য চেয়ারটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। গৌরাঙ্গবাবু দাবি তাঁকে কাজ করতে দেওয়াকে।

এ বিষয়ে প্রকাশ বাবু বলেন, ডক্টর জানাকে শোকজ করা হয়েছে। এর বাইরে আরেকটিও কথা বলতে নারাজ তিনি। অন্যদিকে স্বাস্থ্য দফতরের মুখপাত্র ডক্টর সুমন বিশ্বাস জানিয়েছেন, ডায়মন্ড হারবারকে নতুন স্বাস্থ্য জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পরিকাঠামোগত অভাব রয়েছে। তবে অফিস রয়েছে। গৌরাঙ্গবাবুকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। জেলাশাসক শান্তনু বসুর বক্তব্য, বিষয়টি নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে কথা বলবেন।

ন্যায্যমূলের ওষুধ দোকান চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : এবার ডায়মন্ড হারবারে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএসএ অ্যান্ড পিডিএ সভাপতি তথা বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাঝি এবং বিধায়ক দীপক হালদার। মন্ত্রী বলেন, কাকদ্বীপ, বারুইপুর, ক্যানিং মহকুমা পর ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে চালু হল ৬৬ শতাংশ ছাড়ে নায্যমূল্যের ওষুধের দোকান। এবার থেকে ৪টি অতিরিক্ত এমার্জেন্সি শয্যা চালু করা হল। এর জন্য স্থায়ী চিকিৎসকও নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালে গরীব মানুরা প্যাথলজি পরীক্ষায় ছাড় পাবেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১৯ তম জেলা বইমেলার উদ্বোধন করছেন সভাধিপতি সামিমা সেখ, মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট নেতৃবর্গ ও স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা। *ছবিঃ অরুণ লোধ*

পাঁচ বছর বাদে অত্যাধুনিক রূপে রূপায়িত হল বেহালার শরৎসদন

বরুণ মন্ডল, কলকাতা পুরসভা: মূল কলকাতা ও বেহালা আজও যে ভিন্ন দুটি শহর তার প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়ে গেল 'বেহালার শরৎসদন'। সাড়ে ন'কোটি টাকা ব্যায়ে বেহালার শরৎসদনের অত্যাধুনিক সুবিধা বিশিষ্ট নবরূপ দিতে গিয়ে কিন্তু ১৯৮১-র ১৭ মে তদানীন্তন রাজ্য নগরোন্নয়ন মন্ত্রী প্রশান্ত শূর কর্তৃক অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের স্মরণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় দক্ষিণ শহরতলি পৌরসভার উদ্যোগে নির্মিত শরৎসদন প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোঘাটন স্টোন, ১৯৮৬-র ১৭ ডিসেম্বর রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কর্তৃক অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন স্টোন এবং ১৯৯৪-র ১৯ মে তৎকালীন রাজ্যের রাজ্যপাল কে.ভি. রঘুনাথ রেড্ডি কর্তৃক নবরূপায়িত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদঘাটন স্টোন সবই অক্ষত কেবল নয় সে তিনটিকে আরও উজ্জ্বল রূপ দেওয়া হয়েছে। ২০০৮-এ সর্বশেষ অনুষ্ঠানের পর সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রচেষ্টায় পুর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতরের মুখ্য মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার নীলাংশু ভূষণ বসুর নেতৃত্বে অত্যাধুনিক রূপে নবরূপায়িত শরৎসদনের গত ১২ ডিসেম্বর উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়।

সম্মানীয় অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্থানীয় সংসদ সুব্রত বক্সি, স্থানীয় বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পুর অধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ (বাজার) তারক সিংহ, স্থানীয় ১৩ ও ১৪ নম্বর বোরো সভাপতি এবং স্থানীয় পুর প্রতিনিধি। পূর্বে আসন ছিল ৭৯০টি, কমে হল ৫৩৬টি। অডিটোরিয়ামে ৩৬১টি এবং ব্যালকনিতে ১৭৫টি। একটা ছেড়ে চারটি গ্রিন রুম, অফিস রুম, স্টেজ, কন্ট্রোল রুম থেকে অডিটোরিয়াম, ব্যালকনি সর্বত্র ক্ষেত্র শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। অত্যাধুনিক স্টেজ ফেসিলিটি সহ ইকোফ্রেন্ডলি বাম্বুজা ফ্লোরিংস্টেজ। তবে স্টেজ আগের মতোই দৈর্ঘ্যে ১৫ মিটার এবং প্রস্থে ১০ মিটার রাখতে হয়েছে। অডিটোরিয়াম ও ব্যালকনিতে নয়া প্রযুক্তির সিএফএল, এল.ইডি এবং টি-ফাইভ লাইট এবং মডার্ন সাউন্ড সিস্টেম। বৃহদায়তন প্রজেকশন রুম, তিনটি লিফট, এক লক্ষ লিটার জল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রিজার্ভারসহ আধুনিক ফায়ার ফাইটিং অ্যারেজমেন্ট, ৪০০ বর্গমিটার এরিয়া জুড়ে থাকা সদনের আলোর ব্যবস্থা, ২৪ ঘন্টা পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, মহিলা ও পুরুষের জন্য ভিন্ন আগের একটির বদলে এবার চারটি আধুনিক টয়লেট ব্লকস এবং কমপক্ষে ১৫টি ফোর হুইলার রাখার ক্ষমতা সম্পন্ন কার পার্কিংস্পেস। এখন প্রশ্ন, এবার কী দক্ষিণ শহরতলির পৌরবাসীর দীর্ঘ পাঁচ বছরের চাহিদা পূরণ হল?

বজবজে অস্তিত্ব সংকটে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ বিধানসভা এলাকায় কার্যত কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। সূত্রের খবর আগামী ২১ ডিসেম্বর বজবজ পুরসভার কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান তথা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাশগুপ্ত সহ আরও ৩ জন কংগ্রেসী কাউন্সিলার তৃণমূলে যোগদান করতে চলেছেন। বজবজ ১ ও বজবজ টাউন কংগ্রেসের সভাপতি যথাক্রমে শঙ্কর ঘোষাল ও আমিনুল সাঁফুই ও তৃণমূলে যোগদান করছেন। চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসী উপপ্রধান সমর পর্বত, নিশ্চিন্তপুর পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু হালদার সহ ৫ জন সদস্য তৃণমূলে যোগদান করছেন। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে পূজালী পুরসভার কংগ্রেসী চেয়ারম্যান ফজলুল হক সহ অন্যান্য কংগ্রেসী কাউন্সিলাররাও তৃণমূলে যোগদান করেছেন। শনিবার তৃণমূল ভবনে মুকুল রায়ের উপস্থিতিতে বজবজের বিধায়ক অশোক দেবের নেতৃত্বে কংগ্রেসী কাউন্সিলার প্রধান, সদস্য ও নেতারা তৃণমূলে যোগদান করবেন।

তৃণমূল জয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : বাসন্তী থানার খেড়িয়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলে পরিচালন সমিতির নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সবকটি আসনে জয়ী হল তৃণমূল প্রার্থীরা। তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী মমতাজ খান বলেন, বিরোধীরা প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ৩৫ বছর বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থেকে স্কুলের কোনও উন্নতি ঘটাতে পারেনি। এখন একটাই লক্ষ্য স্কুলের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো।

বাজেয়াপ্ত অস্ত্র, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলতুলি থানার গাববেড়িয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র সহ একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম সঞ্জয় মাল। কুলতুলি থানার তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিম গাববেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় পালের বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে অস্ত্র মজুত করা হয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে ১টি পাইপ গান, ১৫ রাউন্ড কার্তুজ, ১টি ছয়ঘড়া রিভলভার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠি জানিয়েছেন, ধৃতের নামে একাধিক অসামাজিক অভিযোগ রয়েছে। জেরা করা হচ্ছে ধৃতকে।

পুর আইনের ৫৯৭ ধারা নিয়ে আলোড়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা পুরসভা: কলকাতা পৌরনিগম আইনের (পশ্চিমবঙ্গ আইন ৫৯,১৯৮০) ৫৯৭ নম্বর ধারায় রয়েছে, পৌর তহবিলের অথবা সম্পত্তির ক্ষতি, নষ্ট কিংবা অন্যায়ভাবে খরচ বা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পৌর মহাধ্যক্ষ (কমিশনার) ইত্যাদির দায় দায়িত্ব (লায়াবিলিটি অফ নিউনিসিপ্যাল কমিশনার, ইটিসি, ফর লস, ওয়েস্ট অর মিসঅ্যাপলিকেশন অফ মিউনিসিপ্যাল ফান্ড অর প্রপারটি) ১) পৌরনিগমের মালিকাভুক্ত কিংবা ন্যস্ত কোনও সম্পত্তি বা তহবিল নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা অন্যায়ভাবে নিয়োজিত হয়ে থাকলে প্রত্যেক পুরপ্রতিনিধি কিংবা 'বিশিষ্ট পৌরসদস্য বিশেষ' (অলডারম্যান) কিংবা পৌর মহাধ্যক্ষ অথবা পৌরনিগমের প্রত্যেক কারণে এই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাজ্য সরকার কিংবা পৌর নিগম রাজ্য সরকারের আগাম অনুমোদন ক্রমে সেই দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বাবদ সমপরিমাণ অর্থ আদায়ের মামলা দায়ের করতে পারবেন। ২) উপরিউক্ত প্রত্যেক মামলার কারণ উদ্ভূত হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে দায়ের করতে হবে। সম্প্রতি পুর মহাধ্যক্ষ পুর আধিকারিকদের কথা উল্লেখ করে এমন কোনও কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পুর আধিকারিক সচেতন করেন। যদিও এই ধারার ব্যবহারে রাজ্য সরকারের অনুমতি বিষয়ে ওই বৈঠকে পুর মহাধ্যক্ষ জনাব খলিল আহমেদ কিছু বলেননি। এদিকে কেন্দ্রীয় পুরভবনের প্রশ্ন প্রথমে ত্রিফলা বাতি স্তম্ভ এবং পরে এলসিডি বালব থেকে এলইডি বালব ইত্যাদি বিষয়ে পুর সম্পত্তির যে ক্ষতি হয়েছে, তাহলে প্রথমে কার ওপর এই ৫৯৭ নম্বর ধারা ব্যবহৃত হবে।

পাউরুটি কারখানায় ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি : পাউরুটি কারখানায় হামলা চালিয়ে নগদ ২ লাখ টাকা নিয়ে চম্পট দিল ৬-৭ জনের একটি ডাকাত দল। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি থানার বাগরিয়া এলাকায়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার দিন রাতে কারখানায় ৫জন কর্মচারী পাউরুটি তৈরি করছিলেন। হঠাৎই ৬-৭ জনের একটি ডাকাত দল কারখানায় হামলা চালিয়ে ৫জন কর্মচারীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে লক্ষাধিক টাকা লুঠ করে পালায়। কর্মচারীদের আর্তনাদ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে তাদের।

ওপারে কাদেরের ফাঁসি, এপারের দেশদ্রোহীদের কি হবে ?

প্রথম পাতার পর

ইন্ট্রাগ্রামে নিজেদের কেরিয়ারে মত্ত। কারা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে পিছন থেকে ছুরি মেরেছিল ? কারা উত্তাল ১৯৪২-এর ২৫ জানুয়ারি থেকে ১১ মার্চ ইংরেজ সরকারকে মুচলেকা দিয়ে নিজেদের জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামকে পিছন থেকে ছুরি মারার শর্তে ? কারা গোপনে ১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল গোপন স্মারকলিপি দিয়েছিল ব্রিটিশদের কাছে ? কে চুপি চুপি ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে দেখা করেছিল ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে ? কে প্রত্যাখাত ক্রিপসের সঙ্গে দেখা করে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় লড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল ? কারা নেতাজী সুভাস বোস, মহাত্মা গান্ধী, জয়প্রকাশ নারায়ণকে কটুক্তিতে ভরিয়ে দিয়েছিল ? কারা রাতের অন্ধকারে টেবিলে বসে স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করেছিল ? কারা বাংলা ভাগে মদত যুগিয়ে স্বাধীনতাকে বিস্বাদ করে তুলেছিল ? এসব প্রশ্ন করার মতো যুবসমাজ আমাদের দেশে আর নেই। আর নেই বলেই এইসব বিশ্বাসঘাতকদের উত্তরসূরীরা নিজেদের মুখোশ বদলে আমাদের শাসন করে চলেছে। অর্থাৎ দেশভক্তি ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিলেও বিশ্বাসঘাতকরা থেকে গিয়েছে, বিস্তার বাড়িয়েছে। তাই তো এখনও আমরা দেশে ব্রিটিশ আইন আঁকড়ে আছি। তাই তো আজও নেতাজীর চিতাভস্ম বলে ছাই-পাঁশ আনার চেষ্টা করি। তাই তো ভারতবর্ষ আজ দুর্নীতির জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে।

আর ওপারে তাকান। হরতাল, অবরোধ, অগ্নি কাণ্ড সত্ত্বেও দেশদ্রোহী রাজাকারদের ফাঁসি দিতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শত দুঃখ কষ্ট সয়েও তারা আঁকড়ে রয়েছে দেশভক্তিকে। ওপারে মুক্তি যুদ্ধের নায়কদের অমর করে রাখতে চেষ্টার অন্ত নেই। আর এপারে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ-তিতিক্ষা এখন ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো জাতিটাই একটা ভোগসর্বস্ব, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। এখানে পুরো সমাজটাই মুক-বধির-অন্ধ। তাই নেতাজী অন্তর্ধান নিয়ে গঠিত মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়লেও তা গৃহীত হল না, শৌলমারি সাধুর পরিচয় খতিয়ে দেখতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিলেই তা নিয়ে গড়িমসি চলছে। সুভাষকে দেশে ফেরালে বিশ্বাসঘাতকদের কি হবে ? এই ভয়ে সব জড়োসড়ো বিশ্বাসঘাতকদের দল। কিন্তু দিন ঘুরছে। অভ্যুত্থান হবেই। আসবে ভোর। সেই অপেক্ষাতেই দিনগুণতে হবে আমাদের। আগামী সংখ্যাগুলিতে বিশ্বাসঘাতকতার নানা কাহিনী তুলে ধরা হবে বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে যাতে তারা জানতে পারে আমাদের স্বাধীনতার পিছনে কারা কি খেলায় মেতেছিল। এখনও কারা সেসব ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়ে আমাদের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে অন্য চেহারায়।

কংগ্রেসের এখন আন্নাহি ভরসা

প্রথম পাতার পর

দিয়ে সেখানে রাহুল গান্ধীকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে বলে একটি বিশেষ সূত্রের খবরে প্রকাশ। কেউ কেউ নাকি রাহুল গান্ধীকে আগামী ২৬ জানুয়ারির আগে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ানোর জন্য তদ্বির করতে শুরু করেছেন। তবে কংগ্রেস শিবিরের উৎসমুখ এখন আন্না হাজারের দিকে সবসময় তাক করে আছে।

তাদের পক্ষে সুখের কথা, আন্না'র পাশে থেকে এই মুহূর্তে দূরে সরে গিয়েছেন আম আদমি পার্টি ও তার নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অতএব, একটা সুযোগও নষ্ট না করে এগিয়ে চল সামনের দিকে। কারণটা পরিষ্কার, কংগ্রেসের আবার গদিতে ফিরে আসার জন্য 'আন্নাহি ভরসা'।

বজবজ পুরনো স্টেশনের সংস্কারের দাবি

প্রথম পাতার পর

একটি বিবেকানন্দ স্মারক ইভেন্ট মিউজিয়াম করা হোক। সেই সঙ্গে বিবেকানন্দের নামে একটি স্পেশাল ট্রেন ছাড়া হোক। কিন্তু পুরনো রেল স্টেশন এখনও সংস্কারই হল না। পুরনো রেল স্টেশনের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণ কি ? ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ ভাষণ দিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। ভারতে মাটিতে প্রথম পদার্পণ করেন মাদ্রাজে। তারপর ১৮৯৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা অভিমুখে রওনা হন 'মোম্বাসা' জাহাজে করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বজবজের হুগলি নদীতে জাহাজ নোঙ্গর করে। ওই জাহাজের বুকে রাত্রিযাপন করে পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার অতি প্রত্যুষে প্রথম বাংলার মাটি বজবজে পদার্পণ করেন। একটু হেঁটে বজবজ পুরনো রেল স্টেশনে আসেন। প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামকক্ষে একটি চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিয়ে ট্রেন যোগে শিয়ালদহে যান। এই ঐতিহাসিক ১৯ ফেব্রুয়ারি দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় বজবজ স্টেশনে উদযাপন করে বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি। রাজ্যপাল থেকে শুরু করে রাজ্যের যাত্রী মহল সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে উপস্থিত থেকেছেন। পুরনো রেলস্টেশনটি বর্তমানে 'গুডস' দফতরের কার্যালয়। বিবেকানন্দ যে চেয়ারটিতে বসে ছিলেন, সেটি বর্তমানে কলকাতার পূর্বরেলের হেরিটেজ গ্যালারিতে সংরক্ষিত আছে। পুরনো রেল স্টেশনটি বর্তমানে ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছে। বজবজ তথা বাংলার মানুষের দাবি এই স্টেশনটির সংস্কার করে একটি বিবেকানন্দ স্মারক ইভেন্ট মিউজিয়াম করা হোক।

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সারা বাংলা নিখিলবঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও গ্রামোন্নয়ন মেলা ২০১৪

১৯ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০১৪

স্থান : সামালি, মনসাতলা, বিবেকনিকেতন, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মেলার স্টল এবং প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ- ৯৮৩০৮৫৪০৮৯ অথবা ৯৮৩০২৮৪৯৯২।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

গ্রামবাসীদের ঘরে রাত কাটিয়ে কাজ করছেন বিডিও

প্রথম পাতার পর

সরাসরি গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। সেইমতো স্লোগান তৈরি হয়। চলা যাই গ্রামে। তৈরি করেন ১৪ দফার একটি লিফলেট। আর গ্রামবাসীদের অধিকার ও সহায়তা নিয়ে অসংখ্য পোস্টার। কিন্তু শুধু স্লোগান, পোস্টার দিয়ে কি গ্রামবাসীদের টানা যাবে ? তাই তৈরি করা হল বাউলগান, নাটক আর কবিগানের দল। গত বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিন ধরে ১১টি পঞ্চায়েতে ষাট জনের কর্মচারি নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন ত্রিদিব। শুক্রবার রাত ৯টা। একটি অটোতে দলবল নিয়ে ত্রিদিব পৌঁছে গেলেন নন্দকুমারপুরে গ্রামে। বিডিও আসবেন জেনে শীত উপেক্ষা করে আগে থেকে হাজির ছিলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের মানুষের আয়োজনে পাতা মাদুরে বসে পড়লেন তিনি। শুরু হল বাউলগান, নাটক, কবিগান, একশ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ কেন করতে হবে তা সহজ ভাষায় উপস্থাপন করে দলগুলি। এমনকী ত্রিদিব নিজে অভিনয় করতে থাকেন। গ্রামবাসীদের কাছে ত্রিদিব তখন পাশের বাড়ির ছেলে। এরপর প্রৌঢ়া মালতি হালদার ত্রিদিবকে কাছে পেয়ে বার্ধক্যভাতা না পেয়ে অভিযোগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক কর্মচারীকে বিষয়টি নথিবদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন ত্রিদিব। এভাবেই গ্রামের বেহাল রাস্তা, মিড-ডে মিল নিয়ে নানা কথা শোনার পর সব নথিবদ্ধ হল। গ্রামেই রাত কাটানোর তোড়জোড় শুরু হল। রাত কাটালেন টাঙ্গিগ্রামে স্বপন তাঁতির বাড়িতে। সকালে উঠে হাজির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। সব খতিয়ে দেখার পর ক্ষোভ ঝরে পড়ে নানা কারণে। বছর বিয়াল্লিশের কৃষক শুকদেব তাঁতি বলেন, 'বিডিও গ্রামে না এলে জানতে পারতাম না আমাদের উন্নয়নের প্রকল্পগুলি। অনেক অভিযোগ ছিল। সব খুলে বলতে পারলাম। খুব ভাল হল। এবার মনে হচ্ছে কাজগুলো হবে।' ত্রিদিব জানালেন, এখানে আসার পর বুঝেছিলাম সরকারি প্রকল্পগুলি ঠিকঠাক হচ্ছে না। গ্রামবাসীরাও অনেক কিছু জানতেন না। এই গ্রাম সফর থেকে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। টাকার অঙ্কে তিনটি ভাগে কাজগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। পঞ্চায়েত, সমিতি, জেলা পরিষদ ও রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিছু অনুমোদনের অপেক্ষায়।

মরণফাঁদ

চেতলা অঞ্চলে আদিগঙ্গার ওপরের সেতুতে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হয়েছে গর্ত। অথচ আজ অবধি সারাবার কোনও উদ্যোগই নজরে পড়ছে না। রাসবিহারী মোড় থেকে চেতলা যাওয়ার এটি প্রধান রাস্তা। শুধু গাড়ী নয়, সেতুর এই ফুটপাত দিয়ে প্রত্যেকদিন কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে। স্থানীয় ফুটপাতবাসীরা এখানে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য ওই ফাঁকা জায়গাটিতে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখেছে। ছবিঃ অভিমন্যু দাস

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা,২১ ডিসেম্বর-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩

ভারতের বিদেশনীতির স্বচ্ছতা কাম্য

আমেরিকার প্রকাশ্য রাজপথে ভারতীয় কূটনীতিক দেবযানীকে হেনস্থা করার মার্কিনি ঔদ্ধত্বের বিরুদ্ধে রাজধানী নগরীতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। মার্কিন দাদাগিরি এর আগেও নানাভাবে প্রকাশ্যে এসেছে। ভারত একটু হলেও প্রতিবাদ করায় অন্তত কিছুটা হলেও মুখ রক্ষা হয়েছে। ভারতের বিদেশনীতি বরাবরই দুর্বল। এর আগেও ভারতের একাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে অপমানিত হয়েছেন। তার মধ্যে যেমন চিত্রতারকা আছেন, তেমনি আছেন ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাভাবে অপমানিত হলেও 'কড়াবার্তা' দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে পিছু হটে যায়। প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে বারংবার এমনভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। শ্রীলঙ্কায় তামিল হত্যা, কাশ্মীর, চিন নীতিতেও ভারতের পিছু হটা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদ সেদেশকে প্রায় জনযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শাহবাগের আহ্বান এদেশে রাজনীতিতে কোনও প্রভাব ফেলেনি। এমনকী সেদেশে যুদ্ধপরাধীদের শাস্তির পর যে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। বাংলাদেশ সীমানা পেরিয়ে সেদেশের সংখ্যালঘুরা ও অনিশ্চিত জীবন নিয়ে প্রাণ হাতে সীমানা পেরিয়ে আসছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একাত্তর সালের শরণার্থীদের চেয়েও বেশি উদ্বাস্তু ভারতে আসতে পারে। বাংলাদেশে জামাত সমর্থক ও পুলিশী সক্রিয় বিরোধের জেরে এদেশের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির উপর প্রভাব পড়বে। ভারত সরকার এখনও নিষ্ক্রিয় রয়েছে। আন্তর্জাতিক চাপ ও সচেতন জনমত ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে কাম্য। মার্কিন ও বাংলাদেশ নীতি নিয়ে ভারতবর্ষ প্রয়োজনে সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী। আগামী দিনে প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের সুস্থিতির স্বার্থেই আজ ভারতে বৈদেশিক নীতির স্বচ্ছতা প্রয়োজন। উল্লেখ, শ্রীলঙ্কায় দিনের পর দিন তামিল নিধন যোগ্যের সময় ভারত সরকার দ্রুত সামরিক বিমানে ত্রাণ সাহায্য পাঠিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই রহস্যজনকভাবে তামিল নীতি বদলে যায়। শ্রীলঙ্কায় শান্তিরক্ষায় যে পিসকিপিং ফোর্স পাঠানো হয়েছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি আমরা জানি। রাজীব গান্ধীকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল আর হাজার হাজার বিধবা সেনাপত্নীরা আজও দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছেন। ভারতের বৈদেশিক নীতির সর্বজনগ্রাহ্যতা জরুরী। মার্কিন ঔদ্ধত্বকে সমঝে দেওয়া যেমন মনমোহন সরকারের দায়িত্ব, তেমনি বাংলাদেশের ব্যাপারে উদাসীনতা একেবারেই গ্রহণযোগ্য ও কাম্য নয়।

অমৃতকথা

১৪৬। বালকের স্বভাব যেমন টাকাকড়ি ফেলে পুতুল নেয়। বিশ্বাসী ভক্ত ছাড়া, সংসারে ধন মান ফেলে ঈশ্বরকে আর কেউ নিতে চায় না।

১৪৭। বালক যেমন খুঁটি ধরে বনবন করে ঘুরতে থাকে পড়বার ভয় করে না, সংসারে সেই রকম ঈশ্বরকে ধরে সকল কাজ করো, নিরাপদ থাকবে।

১৪৮। মাঠের জল কেউ ব্যবহার না করলেও রোদে আপনি শুকিয়ে যায়। পাপী মানুষও ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে পড়ে থাকলে তাঁর দয়াগুণে আপনা আপনি পবিত্র হয়ে যায়।

১৪৯। খানদানী চাষা ১২ বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ দিতে ছাড়ে না। ঠিক বিশ্বাসী সমস্ত জীবনে তাঁর দর্শন না পেলেও তাঁকে ছাড়ে না।

১৫০। এক জন্মেই ঈশ্বর লাভ করব। তিন দিনে লাভ করব। একবার নাম করব আর লাভ করব। এই রকম জোর ভক্তি হওয়া চাই। হচ্ছে হবে যে মেদাটে ভক্তি ওটা ভাল নয়।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

'আপ' কি ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যতিক্রমী হতে পারবে

নির্মল গোস্বামী

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমী পার্টি (এএপি)-র বিস্ময়কর জয় দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির কারবারীদের তথা সাংবাদিক থেকে বিশ্লেষক সকলকেই চমকে দিয়েছে। কলমের পর কলম লেখা হচ্ছে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সমস্ত নিউজ চ্যানেলে বিচার বিশ্লেষণ চলছে এই বিষয়ে। তার মূল কথা হল কেজরিওয়ালের এই উত্থাণে কামানেওয়ালা রাজনীতিকদের দিন শেষ। এতো দিন পর ভারতবর্ষ এমন এক দল পেলো যারা সত্য সত্যি মানুষের জন্য কাজ করবে। মানুষের হয়ে কাজ করবে। রাজনীতি আর দুর্নীতি, রাজনীতি আর স্বজন পোষন রাজনীতি আর কামাই-এই সব প্রায় সমার্থক শব্দগুলো এবার জনগণের মন থেকে মুছে যাবে। কেউ কেউ বলছেন যে রাজধানী দিল্লিবাসীগণ আগামী লোকসভা ভোট কংগ্রেস, বিজেপিকে বাদ দিয়ে একটা ভিন্নতর বিকল্পের পথ দেখালো। এতো দিন ধরে মানুষ ডানপন্থী, বামপন্থী, গেরুয়াতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী সব পার্টির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে এবার কেজরিওয়ালের উপর আস্থা শীল হতে পারে। আর তাতেই বিপদ ঘন্টা শুনতে পাচ্ছে অনেকেই।

গণতন্ত্রে চেনা ছকের বাইরে গিয়ে নতুন বিকল্প শাসক খোঁজ গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে সু লক্ষণ। কারণ তাতে পূর্বের শাসকরা নিজেদের ভুল ত্রুটি খোঁজ করে শোধরাবার অবকাশ পায়। আর নতুন শাসক নব উদ্যমে সৎ সাহসের সঙ্গে জনগণের কাজে নামলে সে কাজ দ্রুত সফল হবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। এতে জনগনের লাভ।

'কিন্তু' এই কিন্তুটাই একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে মনে খচখচ করছে। যার জন্য আর সব সমালোচকদের মতো আপ-এর উত্থানে আহ্লাদে অট্টহাস্য করতে পারছি না। কারণ, আজকের আপ কত দিন তার অমল ধবল চরিত্র ধরে রাখতে পারবে। কারণ, 'সিকেটম' নামক এক অদৃশ্য শক্তিশালী দানবের হাত তারা ধরেছে। সুতরাং এবার তার নির্দেশেই পথ নির্বাচন করে চলতে হবে। এর অন্যথা হবার জো নেই। কারণ, রাজনীতির পথ কোন দিনই সহজ সরল নয়।

আমরা যদি একটু পিছনের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখি তাহলেই সহজেই বুঝতে পারব যে ক্ষমতার বাইরে থেকে যা বলা যত সহজ ক্ষমতায় বসে সেই সহজ কাজটা সব থেকে কঠিন হয়ে যায় বোধ হয়। আজ সে সব প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেজরিওয়াল আম আদমী পার্টি তৈরি করলেন, সেই সব নেতারা কিন্তু শুরুতেই অসৎ, মিথ্যাবাদী, ক্ষমতা লিপ্সু, ধান্দাবাজ ছিলেন না। ১৭-১৮ বছরের দুই কিশোর যখন শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজনীতির অঙ্গণে পদার্পণ করেছিলেন তখন তাঁদের মনেও ছিল দেশসেবার চরমব্রত। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দকে উপেক্ষা করে অজানা ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন। দেশভক্তিতে আজকের কেজরিওয়ালের থেকে কোনও অংশে কম ছিলেন না তাঁরা। সেই বাজপেয়ী আর আদবানী আজও জীবিত। তাঁদের দল বিজেপি যার বিরুদ্ধেও লড়াই এএপি-এর। এক কলেজ ছাত্র জয়প্রকাশ নারায়ণের হাত ধরে বিহারে তথাকথিত কংগ্রেসের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে ঝাঁপ দিল। তখন তাঁরও স্বপ্ন ছিল দেশ সেবার। জনগণের মঙ্গল করার। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার ভরপুর তেজ ছিল বুকে। সিস্টেমের যাঁতা কলে পড়ে তিনি গাওলা কাণ্ডের নায়ক হয়ে জেলবন্দী হতে বাধ্য হন। যদিও এই মুহূর্তে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন বিহারের সেই মাসিহা লালুপ্রসাদ যাদব। আমাদের দেশের তাবৎ বামপন্থী নেতা নেত্রীরা এই বহমান রাজনীতি এবং রাষ্ট্র কাঠামো বদলাবার জন্য মরণপণ লড়াই করার শপথ একদিন নিয়ে ছিল। অজানা বন্ধুর পথে জীবনকে চালনা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি ওই সকল তরুণের দল। আজকের যারা আপের নেতা নেত্রী তাঁদের থেকে ত্যাগে, সংগ্রামে, দেশ সেবার আবেগ কোনও অংশে কম ছিল না। উপরন্তু একটা নির্দিষ্ট আদর্শ ছিল, দলের মজবুত গঠনতন্ত্র ছিল। সৎ থাকার জীবন প্রণালী নির্দিষ্ট ছিল। তার বাইরে কেউ পা ফেলতে পারত না। তবুও কালের গর্ভে আর সিস্টেমের ফাঁদে পড়ে তাঁরাও আর পাঁচটা গড়পড়তা নেতাদের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছেন সাধারণ মানুষের চোখে। সংসদীয় রাজনীতির সমস্ত রকম পাঁক ঘাঁটতে তাঁদের বাধে না। দলিত কি বেটি মায়াবতীর উত্থানও কম চমকপ্রদ ছিল না। ভারতবর্ষে দলিতদের অধিকার উন্নয়নের লড়াই লড়তে লড়তে কখন যেন নিজের অজান্তেই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেল ভারতে গণতন্ত্রের মহিমা! আমাদের রাজ্যের দিকে চোখ ফেরালে আরও কঠিন সত্য ধরা পড়ে। যে মমতা ব্যানার্জি সততার প্রতীক, যাঁর সাধারণ জীবন যাত্রা তাঁকে অসাধারণ জননেত্রীতে পরিণত করেছে, যিনি পশ্চিম বঙ্গবাসীর ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়েও জনগণের সঙ্গে এতোটুকু দূরত্ব ঘোচেনি সেই তিনি যিনি দীর্ঘ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করেছেন তাঁর শাসনে ধর্ষণকারীকে ধরলে, সরকারি পদে থেকে সরকারি টাকা চুরি করেছে এমন চোরকে ধরলে পুলিশ অফিসারকে শাস্তি পেতে হয় কেন? আমরা জানি পুলিশ অফিসারগণ কোনও না কোনও ভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন তাই সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমি এতো করে সিস্টেমের কথা এই জন্যই বলছি যে পুরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কার জুটল। মমতা ব্যানার্জির গণ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিল লালগড় আন্দোলন। সেই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছত্রধর মাহাতো আজও জেলে পচছে। সরকার বদল হয়েছে কিন্তু ছত্রধরের ভাগ্য বদল হয়নি। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের আর এক সংগঠক ছিলেন মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতির নেত্রী দেবলীনা। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের জয় হল। সরকার পরিবর্তন হল। কিন্তু দেবলীনার জেল হল।

দিল্লিবাসীগণ আগামী লোকসভা ভোট কংগ্রেস, বিজেপিকে বাদ দিয়ে একটা ভিন্নতর বিকল্পের পথ দেখালো।

কিষাণজীর সহযোগী সুচিত্রা মাহাতো অনেক খুন অপহরণের সঙ্গী, শিলদা সি.আর পি. ক্যাম্প আক্রমণ ও খুনের সঙ্গে জড়িত। সেই সুচিত্রা পুনর্বাসন পেলেন। আর আহত সুচিত্রাকে যে ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন তিনি জেল খাটছেন। অথচ আমরা সকলেই জানি একজন ডাক্তারের কাছে রুগীর কোনও পরিচয় থাকতে পারে না। এটা ডাক্তারি নীতির পরিপন্থী। ফলে আমরা বলতে পারি ক্ষমতা পাওয়া ও ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে প্রতিশ্রুতির কোনও মূল্য নেই। সিস্টেমের গিলোটিনে তাকে বলি দিতে হয়।

'৮০-র দশকে অসমে অ.গ.প.-এর জন্ম হয় ছাত্র রাজনীতির হাত ধরে। ভোটে বিপুল জয়লাভ প্রফুল্ল মহান্ত, ভৃগু ফুকনরা রাজনীতির আঙিনায় নতুন দিশা নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু পাঁচ বছর পরে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। তারাও গতানুগতিকতার স্রোতে ভেসে যায়।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপালে মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড যিনি দিন গরীব জনগণের জন্য গেরিলা যুদ্ধ করে অবশেষে ভোটের হাতধরে নেপালের মুখ্য হলেন অনেক প্রতিশ্রুতিতে ভর করে।

মাত্র পাঁচ বছর পরে নির্বাচনে সেই দল তৃতীয় স্থানে। এতো তাড়াতাড়ি জনগণের মোহ ভঙ্গ হল। এরাও সব সিস্টেমের প্রডাক্টে পরিণত হল। কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএম সম্পর্কে মানুষের মনে সে হতাশার জন্ম হয়েছে তা এই সব নব উদগত দলের থেকে অনেক বেশি সময় নিয়ে।

আইআইটি ছাত্র কেজরীওয়াল গণক্ষোভকে খুব দক্ষতার সঙ্গে মার্কেটিং করেছেন। এই নিপুণতা প্রশংসা অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কোনও কার্যক্রম দেখা যায়নি। সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। আমরা শুধু বলতে পারি কবির ভাষায় বিশ্ব জোড়া ফাঁদে আধেক ধরা পড়ছে এখন আধেক বাকি আছে। ফলে সম্পূর্ণ ধরা না দেওয়া পর্যন্ত গত্যান্তর নেই।

দখলের কাজিয়ায় মমতা-অধীরের মধ্যে লড়াই তুঙ্গে

যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল অনেক দিন আগেই। কেন্দ্রীয় রেল দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সংঘাত অব্যাহত। এর আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং অধীর রঞ্জনের খাসতালুক বহরমপুরে গিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন। এবারেও একই পথে হাঁটলেন তিনি, তবে একটু অন্যভাবে। রেজিনগরে জেলা প্রশাসনের সভায় তিনি কর্মকর্তাদের বলেছেন, মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন কারও কথা শুনে কাজ করবে না। কেবল রাজ্য সরকারের কথা শুনবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কী বলতে চাইছি। মনে হয়, ইশারাই কাফি।

ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেরই জানা আছে, মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস সাংসদ তথা রেল দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অধীর রঞ্জনের অনেক কথাই জেলা প্রশাসন শোনে। তৃণমূল কংগ্রেসের ধারণা, সেইজন্যই লোকসভা থেকে পৌরসভা-প্রতিটি নির্বাচনে অধীরের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারে না। সমস্যা হচ্ছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ত সেখানকার রাজনীতির মূল বিষয়টিই অনুধাবন করতে পারছেন না। একদা কংগ্রেসের বিধায়ক বর্তমানে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা হুমায়ুন কবীর প্রকাশ্যে বলেছেন, ওঁর (অধীর) সঙ্গে দৌড়ে কে পারবে। সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা অবধি তিনি জন সংযোগ রাখেন। অধীর রঞ্জনের রাজনীতি করার স্টাইল অনেকটাই

একসময়ের বামপন্থী নেতাদের মতো। সেখানে কিছু নির্দিষ্ট নীতি কাজ করে।

কিন্তু এর পাশাপাশি এখনও মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন সেভাবে গড়ে ওঠেনি। জেলার একমাত্র মন্ত্রী সুব্রত সাহা'র বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস পাখির চোখ করেছে মুর্শিদাবাদকে। প্রয়োজনে

ব্যবহার করতে হবে প্রশাসনকে। ১৮ ডিসেম্বর পলাশির প্রান্তরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রায় ৫০০টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। সেই সভাতেও অধীর চৌধুরীর নাম না করে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কিছু লোক আছে, যারা পিছনে বসে কুৎসা করেন। চক্রান্তের ফসল বোনেন।'

বামপন্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ৩৪ বছর তো সময় পেয়েছিলেন। কেন বাংলাকে গড়েননি। কেন কন্যাশ্রী, যুবশ্রীর মতো প্রকল্প চালু করেননি, অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে তোপ দাগার , পাশাপাশি জেলার মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধেও একপ্রস্থ তোপ দেগেছেন মমতা ব্যানার্জি। অনেকের মতে, মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে নিজের ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি।

এরই মধ্যে ব্লকে ব্লকে ১০০ দিনের কাজের তেমন অগ্রগতি হয়নি বলে আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর বিশেষ শিবির করাও পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি কান্দিতে একটি মানসিক আবাসস্থলে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় রেলদফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অধীর চৌধুরী।

ওই আবাসিকস্থলের করুণ অবস্থা দেখে কিছু বিপরীত মন্তব্যও করেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, ওই জায়গায় অবৈধভাবে প্রবেশের অপরাধে কেন্দ্রীয় রেল দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নাকি এফআইআর দায়ের করা হবে।

গত বৃহস্পতিবার বহরমপুর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে একটি জায়গায় কংগ্রেস ও তৃণমূলের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক গণ্ডগোল হয়। শেষ পাওয়া খবরে জানা যায়, ওই এলাকায় গণ্ডগোলের সময় হাতে গোনা কয়েকজন পুলিশ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্র রাজ্য দ্বন্দ্বে ১০০ দিনের কাজ সমস্যায়

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, একশো দিনের কাজ প্রকল্পে রাজ্যের অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। বরং, এতটাই খারাপ যে, একশো দিনের মধ্যে এবছর এখনও পর্যন্ত রাজ্যের মানুষ গড়ে কাজ পেয়েছেন মাত্র ১৮দিন। একই চিঠিতে তিনি আরও একশো কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও জানিয়েছেন। তবে সেই টাকা খরচ করার ক্ষেত্রে পাঁচ দফা শর্তও জুড়ে দিয়েছেন। রাজ্যের এই প্রকল্প সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, মানুষ গড়ে অস্বাভাবিক কম কাজ পেয়েছেন। সেইজন্য বিভিন্ন পঞ্চায়েতের হাতে ৫৮৪ কোটি টাকা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই অভিযোগের উত্তরে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'শোনা যাচ্ছে, চিদম্বরম একশো দিনের প্রকল্পের টাকা জোগাতে পারছেন নাষ তাই এখন রাজ্যের ঘাড়ে ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে নিজের দায়িত্ব এড়াচ্ছেন জয়রাম।'

মমতা ব্যানার্জির বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার দাবির প্রত্যুত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ বলেছেন, কারণে-অকারণে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তারও জানা উচিত, বঞ্চনা তো দূরস্থান, অর্থ বরাদ্দের পরেও তা খরচ করতে পারছে না রাজ্য সরকার। একশো দিনের প্রকল্পে কাজ পাচ্ছেন না পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

তিনি আরও বলেন, 'নিয়ম-নীতি মেনে প্রকল্পের আওতায় রাজ্যকে অর্থ সাহায্যের জন্য আমি সর্বদা তৈরি। কিন্তু মনে রাখতে হবে কেবল খরচ বাড়ালেই চলবে না। তা দিয়ে রাজ্যে স্থায়ী সম্পদ তৈরি হচ্ছে কিনা, তা-ও সুনিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যভিজ্ঞ মহলের মতে, রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তারই খেসারত দিতে হচ্ছে এই অভিনব প্রকল্পকে। কারও কারও মতে, ১০০দিনের প্রকল্প ক্রমেই 'ফ্লপ' হিসাবে চিহ্নিত হতে শুরু করেছে এই রাজ্যে।

আইনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগকে ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হিসেবে টুজি-সহ বিভিন্ন মামলায় তিনি এমন কিছু রায় দিয়েছিলেন, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারও বেশকিছু রাজনৈতিক দল বিপাকে পড়েছে। একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের ক্ষেত্রেও। অম্বিকেশ মহাপাত্র, শিলাদিত্য চৌধুরীর মামলায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে তাঁর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি ভাল চোখে নেয়নি রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস। এই

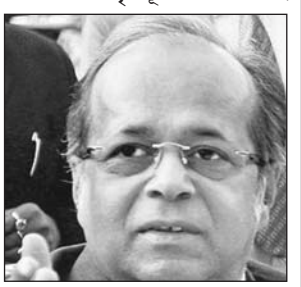

প্রসঙ্গে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজ্যের প্রথিতযশা আইনজীবীরা। তাঁরা বলেছেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া সমগ্র ঘটনার লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, তাঁকে সুনিশ্চিতভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। তবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পদত্যাগের বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। স্বাভাবিকভাবেই তাদের এই পদক্ষেপে খুশি রাজ্যের তৃণমূল নেতৃত্ব। ১৭ ডিসেম্বর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কপিল সিব্বল, বিচারপতির পদত্যাগের বিষয়টি যথোচিতভাবে বিবেচিত হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

বাংলাদেশ

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবিতে উত্তাল গণজাগরণ মঞ্চ

রফিকুল ইসলাম সবুজ

ঢাকা: একাত্তরের যুদ্ধপরাধী আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করে পাকিস্তান পার্লামেন্ট মজলিস - ই - সুরা শোক প্রস্তাব গ্রহণ করায় আবার শাহবাগ আন্দোলনের মতোই উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এই দাবিতে গুলশানের দূতাবাস পাড়ায় অবস্থান অব্যাহত রাখার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশে যুদ্ধপরাধীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার গণজাগরণ মঞ্চ। বুধবার বিকেলে গুলশানের পাকিস্তানের দূতাবাসের দিকে এই সংগঠনের মিছিল যাওয়ার সময় পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে তারা অস্ট্রেলিয় দূতাবাসের সামনে গিয়ে পাকিস্তানের পতাকায় আগুন দেন এবং হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেন যাতে ইংরাজিতে লেখা আছে পাকিস্তান তোমার কুকুরদের রক্ষা করার চেষ্টা করো না। গণজাগরণ মঞ্চের দাবি এই ঘটনায় ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি বাপ্পাদিত্য বসু সহ আটজন আহত হয়েছেন। মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার জানান, পাকিস্তানের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে সম্পর্ক ছিন্না না করা পর্যন্ত আমরা এখানে অবস্থান করব।

ওদিকে কাদের মোল্লাকে নির্দোষ জারি করায় বুধবার বিকেলে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার বর্তমানে রাজনীতিবিদ ইমরান খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন জামালপুল জেলা গণজাগরণ মঞ্চ। উল্লেখ, কাদের মোল্লার ফাঁসির পর পাকিস্তানের পার্লামেন্টে গত সোমবার ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের একনিষ্ঠ সমর্থক হিসেবে কাদের মোল্লার মৃতুদণ্ডে উদ্বেগ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। এই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে গণভবনে এক সভায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমি পাকিস্তান পার্লামেন্টের প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা জানাই। দেশে জামায়াতের আন্দোলন ও তাদের জোট সঙ্গী বিএনপি'র

নাম না করে ইঙ্গিতের মাধ্যমে আওয়ামীলিগ সভানেত্রী বলেন, 'পাকিস্তান দালালদের ঠাঁই আর বাংলাদেশে হবে না।' তথ্যমন্ত্রী হাসান উল হক ইনু এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, কাদের মোল্লার পক্ষে পাকিস্তানের সাফাই গাওয়া দুর্ভাগ্যজনক ও শিষ্ঠাচার বহির্ভূত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলানো এবং একত্তরের বর্বর ঘটনার জন্য পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলেন তিনি।

মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর রাজনীতিবিদদের সতর্ক করল আদালত

রফিকুল ইসলাম সবুজ, ঢাকা: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোড়ন তোলা বিশ্বজিৎ দাস হত্যাকাণ্ডের এক বছর দশ দিনের মাথায় ঢাকার একটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবিএম নিজামুল হক এই হত্যা মামলার রায়ে অভিযুক্ত আটজনকে ফাঁসি ও তেরোজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক কর্মসূচী বন্ধ অবরোধের কারণে ২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে একটি মিছিলে প্রকাশ্যে কুপিয়ে বিশ্বজিৎকে হত্যা করে ছাত্রলিগের তকমাধারী এই যুবকেরা। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে তেরোজন এখনও পলাতক। আসামীরা ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠনের কর্মী হওয়ায় সরকারকে বিরোধীদল এই নিয়ে নিয়মিত তুলোধোনা করে আসছে। রায়ের পর্যবেক্ষণে বিচারক এই ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচী হরতাল অবরোধের ক্ষেত্রে আহ্বানকারী পক্ষ ও বিরোধীপক্ষকে গণতন্ত্র রক্ষা ও আইনে শাসনকে সমুন্নত রাখার জন্য গভীর সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেন।

সীমানা ছাড়িয়ে

আবার অরণ্যে, অসমে অ্যাডভেঞ্চারে

লালমোহন গায়েন

কাজিরাঙায় কি আছে ?

বিশ্ববিখ্যাত একশৃঙ্গ গণ্ডারের আসলি অন্দরমহল কাজিরাঙ্গা। সঙ্গে দেখবেন ভারতীয় বাইসন, সম্বর, চিতার পাশাপাশি লেপার্ড ক্যাট,বনবেড়াল। হরিণের মধ্যে হাজির হগ ডিয়ার। হাতি, বাঘ, স্লথ বিয়ার তো আছেই। এবার ঘাড় তুলে তাকান। লেজ ঝুলিয়ে বসে দুর্লভ প্রজাতির ক্যাপড লাঙ্গুর, হুলুক গিবন। ওপাশে চেনা-অচেনা পাখির ভিড়। হর্ণবিল,হেরণ ফিসিং-ঈগল। এছাড়া আর সব পরিযায়ী পাখির তো মেলা বসে গিয়েছে। ব্রহ্মপুত্র-তে দারুণ অ্যাডভেঞ্চার রিভার র‍্যাফটিং, বোটিং মৎস্য শিকার।

যাওয়া : গুয়াহাটি থেকে ২১৭ কিলোমিটার এবং জোড়হাট থেকে ৯৬ কিলোমিটার। বিমানবন্দর আছে দু-জায়গাতেই। কাছে রেলস্টেশন ফারকাটিং।

কনডাকটেড অথরিটি : সিনিয়র ম্যানেজার (ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস) এ টি ডি সি লিমিটেড, ডঃ বি বরুয়া রোড, গুয়াহাটি-৭৮১০০৭।

থাকা : ট্যুরিস্ট বাংলো, ফরেস্ট লজ, রিজার্ভেশন : জয়েন্ট ডাইরেক্টর (ট্যুরিজম) পোঃ কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক।

নামেরি ন্যাশনাল পার্ক

পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নেমে আসছে ঘন অরণ্যানি। জঙ্গল ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎই দেখবেন বন পাতলা হয়ে এসেছে। আপনার পা ভিজিয়ে ছুটে যাচ্ছে জিয়াভরলী নদী। বনের এলাকা প্রায় ২০০ বর্গ কিলোমিটার। অসমের উত্তর প্রান্তে এই অনবদ্য স্পটটি তেজপুর থেকে ৩৫ কিলোমিটার এবং গুয়াহাটি শহর ১৮১ কিলোমিটার দূরে।

জীবজগৎ : অ্যাডজুটান্ট স্টর্ক সহ ৪ প্রজাতির হর্ণ বিল, হোয়াইট উড ডাকসহ বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখির রত্নভাণ্ডার এই বন। আছে নানা প্রজাতির সরীসৃপ।

বণ্য প্রাণীর মধ্যে আছে হাতি, লেপার্ড, ক্লাউডেড লেপার্ড, সম্বর, স্লথ বিয়ার, ইন্ডিয়ান বাইসন। এছাড়া দুর্লভ দর্শন যে জীবগুলি দেখার সুযোগ পাবেন তার মধ্যে আছে ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড ডগ (বন্য কুকুর) প্যাঙ্গোলিন হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার (কৃষ্ণ ভল্লুক)।

থাকা: বন থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে ভালুকপঙে আছে ট্যুরিস্ট লজ। পোতাশালিতে পাবেন ইকো ক্যাম্প। এখানে থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

কনডাক্টেড ট্যুর : জাঙ্গল ট্রাভেল ইন্ডিয়া-এর ব্যবস্থা করে।

পার্ক দেখার জন্য যোগাযোগ

১) ডিভিশনাল পরেস্ট অফিসার, ওয়েস্টার্ন অসম ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশন, দোলাবাড়ি, তেজপুর।

২) রেঞ্জ অফিসার, নামেরি ন্যাশনাল পার্ক, পোতাসালি, পোস্ট-চারদুয়ার জেলা শোনিতপুর, অসম।

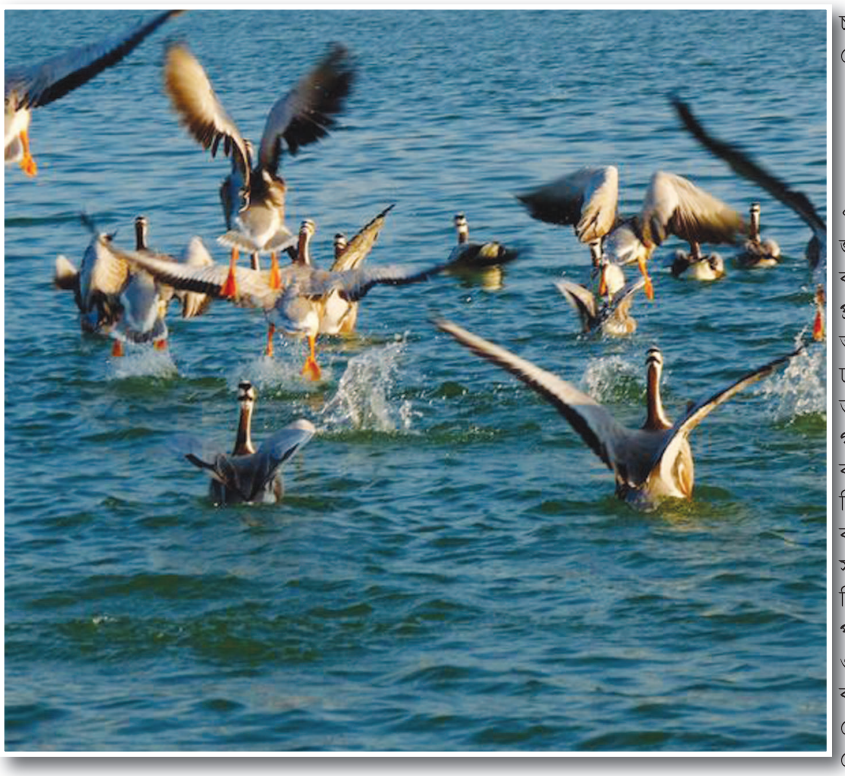

ওরাঙ

রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল পার্ক

ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে ৭৮.৮১ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা বনটি যেন কাজিরাঙ্গার ক্ষুদে প্রতিরূপ। বিশেষ বৈশিষ্ট্য অভয়ারণ্যের ৬০ শতাংশ ঢাকা ঘাস বনে। এখানেও ভারতের গর্ব একশৃঙ্গ গণ্ডার দেখা যায়। এছাড়া বার্কিং ডিয়ার, সম্বর, হগ ডিয়ার, সিভেট ক্যাট, বাঘ। হাতি তো স্বাভাবিক সদস্য এই বনের এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখীর ঐশ্বর্য ভাণ্ডার এই ওরাং। প্রাণভরে এদের কাকলি শুনতে শুনতে দেখুন পেলিক্যান, গ্রে লেগ গুজ, লার্জ হুইসলিং টিল, কোরমোর‍্যান্ট, গ্রট অ্যাডজুট্যান্ট স্টর্ক, কিংফিশার (মাছরাঙা),কিং ভালচার (শকুন)।

অবস্থান : গুয়াহাটি থেকে ১৫০ কিলোমিটার, তেজপুর থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে।

থাকা : বনবিভাগের ২টি রেস্ট হাউস আছে। একটি শিলবড়ি অপরটি সাতসিলুতে। তেজপুর শহরে গভর্নমেন্ট ট্যুরিস্ট লজ, সার্কিট হাউস এবং অনেকগুলি প্রাইভেট হোটেল আছে।

যোগাযোগ : ১) রেঞ্জ অফিসার , ওরাং (রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল পার্ক) , পোস্ট শিলবড়ি

২) ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন অফিসার, তেজপুর, গভঃ অব অসম, জেলা শোনিতপুর।

পবিতোরা: গুয়াহাটি থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে মোরিগাঁও জেলার এই অভয়ারণ্যটিতে একশৃঙ্গ গণ্ডারতো আছেই, উপরন্তু এই এশিয়াটিক বাফেলো (বুনোমোষ), ভাল্লুক, চিতা, সিভেট ক্যাট দেখতে পাবেন। বনে ভেতর বাংলো আছে রাতে থাকার জন্য।

ডাইরেক্টর অফ ট্যুরিজম,গভঃঅফ অসম

স্টেশন রোড,গুয়াহাটি - ৭৮১০০১

ই-মেল:

astdcorpn@sanchamet.in

ওয়েবসাইট:

www.asamtourism.com

অসম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ

ড.বি বড়ুয়া রোড, উলুবাড়ি, গুয়াহাটি ৭৮১০০৭

কলকাতা অসম ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন

অসম হাউস, ৮ রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১২

ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

বারাসতে মাকড়সা পুকুর

পুকুরের মধ্যে এমনভাবে গাছের ছায়া পড়েছে যে পুকুরটির নামই হয়ে গিয়েছে মাকড়সার জাল। একটু দূরেই বর্মীদের গ্রাম। চোখ জুড়ানো বৌদ্ধ প্যাগোডা। পাশেই ডাকাতি কালিবাড়ি। মা কামাক্ষ্যা কালী মন্দির। এই দেবালয়ের সামনেই বিশাল বাঁধানো দিঘি। দিঘির চারপাশে নানান জাতের গাছের ছায়া জালের রূপ নিয়েছে টলটলে জলে। তাতে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে অজস্র হাঁস। শীতের দুপুরে বনভোজনের আদর্শ জায়গা। তবে রান্নার জিনিস নিজেরা না নিয়ে এলে বারাসত বাজার থেকে আনতেই হবে। কারণ ধারে কাছে কোনও বাজার নেই। সম্প্রতি বোটিং বা নৌকা বিহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে দশ মিনিট হাঁটলেই দেখা মিলবে বার্মা কলোনির।

প্রায় ১৫০ বছর আগে, বার্মিজরা এখানে বসবাস শুরু করেন। এখানকার মূল আকর্ষণ কয়েকশো বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠা বুদ্ধদেবের মন্দির বা মনাস্ট্রি। এই মঠের পাশেও গাছপালায় ঘেরা সুন্দর পুকুর রয়েছে। একটু হেঁটেই পাবেন বিখ্যাত ডাকাতে কালিবাড়ি। যেখানে নাকি একসময় নরবলি হত। মন্দিরটির ইদানিং মন্দ দশা হলেও কালিপুজো ও শিবরাত্রির সময় বিশাল মেলা বসে। এর কাছেই রয়েছে বাবা লোকনাথের মন্দির।

কীভাবে যাবেন : শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যে কোনও বঁনগা , বারাসত, হাসনাবাদ, গোবরডাঙা, হাবড়া, দত্তপুকুর , ঠাকুরনগর গামী ট্রেনে বারাসত নামুন। ধর্মতলা থেকে বাসেও আসতে পারেন। স্টেশন বা বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা বা ভ্যানে চড়ে মাকড়সা পুকুরে আসতে হবে। কিন্তু যাতায়াতের ভাড়া ভাল করে দর করে নেবেন। ৮৯-বি, এল-২৩৮ অথবা বসিরহাট বা উত্তরবঙ্গগামী বাস করে চাপাডালি ছাড়িয়ে মধুমুরলি বাস স্টপেজও নামতে পারেন। সেখান থেকেও রিক্সা অথবা ভ্যান পাবেন।

কৈখালি

মাতলা আর নিমানিয়া নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, তারই সংলগ্ন ছোট্ট স্থলভাগটির নাম কৈখালি। চোখে পড়ে সুন্দরী, গরান, হোগলা, গোলপাতা প্রভৃতি গাছের সমারোহ। শীতকালে এই সমস্ত গাছের ডাল ভর্তি থাকে পরিযায়ী পাখিতে। গোরা যায় মাতলার বুকে ফুটভুটি করে। কৈখালিতে রাত্রিবাস করলে, ভোরে পুবাকাশে সূর্যের প্রথম আলোমাখা রূপ কিংবা পুর্ণিমার রাতে মাতলার জলে চাঁদের আলোর খেলা বহুদিন স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

কীভাবে যাবেন: ট্রেনে শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা লোকাল ধরে জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে অটোতে প্রথমে জামতলা হাট এবং সেখান থেকে আবার অটো ধরে কৈখালি পৌঁছাতে হবে। গাড়িতে গেলে বারুইপুর হ য়ে জয়নগর হয়ে কৈখালি পৌঁছাতে হবে।

কোথায় থাকবেন: কৈখালিতে থাকার জন্য নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি নিবাস আছে, বুকিং-এর জন্য, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন।

বলদবাঁধ (হুগলি)

হুগলির বলদবাঁধ-এ শীতকালে দেশি ও পরিযায়ী পাখিতে ভর্তি। দেশীয় পাখিদের মধ্যে পানকৌড়ি, পানডুবি, কাদাখোঁচা, ডাহুক, গয়ার, কাস্তেচেরা, কায়েম, জলপিপি, বক, শামুকখোল, মাছরাঙা সহ নানা ধরনের পাখি, পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে চখাচখি, সেঁমপার, শোভেলার, খুন্তেবক, চৈতা, কমন পোচার্ড, নীলসর, গ্রে-হেরন, প ার্পল হেরন, গ্রেহেডেড ল্যাপউইং ড্যাবচিক, ব্রোঞ্জ উইংড, ফেজ্যান্ট টেইল্ড জাকনা, বালিহাঁস এবং আরও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, চট করে শুধু খাবার আর ক্যামেরা য়ি এক দিনের জন্য বেড়িয়ে পড়ার পক্ষে আদর্শ। বাঁধের জলে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা, দ্বীপেও অনেক পাখি দেখা যায়। পাখিদের সঙ্গেই সারাদিন কেটে যাবে।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে তারকেশ্বরগামী ট্রেনে নালিকুল স্টেশনে নেমে লেভেল ক্রসিং পার করে পায়ে হেঁটে দশ মিনিটে বাসুদেবপুর। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দশ মিনিটে 'বলদবাঁধ'। গাড়িতে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে তারকেশ্বরের রাস্তায় নালিকুল স্টেশনের পর লেভেল ক্রসিং পার করে বাসুদেবপুর হয়ে 'বলদবাঁধ'।

মালঞ্চ নেচার পার্ক

৪৫ একর জমির উপরে বিশাল নেচার পার্ক। তাজা অক্সিজেনের সঙ্গে একরাশ বিশুদ্ধ সবুজের মিশ্রণে এক অনিন্দ্য গন্তব্য। প্রচুর গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল আকৃতির সবজি ও ফুলের বাগান এবং সাতটি ঝিল রয়েছে এই পার্কে। সেখানে ছই লাগানো দাঁড় টানা নৌকা ও প্যাডেল বোটে জলবিহারের পাশাপাশি ঢিলের সংরক্ষিতগ অংশে মাছও ধরা যায়। এছাড়াও কটেজ, পিকনিক জোন, বিভিন্ন খানা নিয়ে ফুড কোর্ট, মেরি গো রাউন্ড, দোলনা, স্লাইডস, টার্গেট শ্যুটিং বাউন্সি ক্যাসেল নিয়ে শিশুদের ফান-ফিলড জোন, ৪০ ফুট উঁচু ঝরনা-সব বয়সিদের বিনোদন ও শিক্ষার অঢেল পশরা নিয়ে হাজির। চাইলে ভিলেজ ওয়াক, আদিবাসী নৃত্য বন ফায়ার সহ ইকো টুরিজমের নানা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য মঞ্চেরও ব্যবস্থা আছে। পার্ক খোলা থাকে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা।

কীভাবে যাবেন: মেমারি ও রসুলপুরের মাঝে দিল্লি রোডের উপরে নেটার পার্কের অবস্থান। কলকাতা থেকে দুরত্ব ৯৬ কিলোমিটার। ট্রেনে এলে হাওড়া থেকে বর্ধমান মেন লাইনের ট্রেন ধরে নামতে হবে রসুলপুরে স্টেশন। পথ, 'মালঞ্চ নেচার পার্ক'।

সুজিত চক্রবর্তী

যাওয়া আসার পথে পথে

একটা লম্বা রাস্তা চলছি। অনেক দেখছি, আর শিখছিও। সেই দেখা-শেখার বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এই বিভাগে। যেখানে পথ চলতি ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের জীবনের বৃহৎ কোন অনুষঙ্গ।

দীপক বড়পণ্ডা

(৩)

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে কলকাতা ফেরার জন্য হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস-এ চেপেছি। ট্রেন চলছে। আমার সামনের সিটে তিন জন বসে। স্বামী-স্ত্রী এবং তাঁদের বছর ছয়েকের ছেলে। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে পলাশির ফাঁকা মাঠ দেখছি। পলাশি স্টেশনে নেমে খানিকটা গেলে ইতিহাসের সেই বিখ্যাত পলাশির প্রান্তর - যেখানে ১৭৫৭ সালে সিরাজদৌল্লার সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধ হয়েছিল। আর আমরা তখন থেকে পরাধীন হলাম। এখানে এলেই মনটা কেমন যেন হয়। এরমধ্যে স্বামী-স্ত্রী'র কথা কানে আসছে। নানা কথার মধ্যে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আচ্ছা শোনো, তোমাকে বলা হয়নি, আসার সময় পঞ্চানন-এর দোকান থেকে ২০০ টাকার মিষ্টি এনেছি। বুঝলে।'

- টাকা দিয়ে এসেছ? স্বামীর প্রশ্ন।

- না।

- সে কি? টাকা দিলে না কেন?

- পঞ্চানন তো বলল, এখন দিতে হবে না। অফিসের বিলে ও ঢুকিয়ে দেবে।

- এ্যাঁ! তোমার বাপের বাড়ির মিষ্টির বিল অফিস দেবে? ছিঃ!

- এই থামতো। যত সব আদিখ্যেতা। তোমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দেয়, যে তুমি দেবে?

- তোমার জন্য মান সম্মান কিছু থাকবে না। সভাপতি পার্টির লোক, তার সঙ্গে তুমি আমাকে জড়াচ্ছ কেন? যাকগে, আমি তোমার সঙ্গে আর রানাঘাটে নামব না। আমি যাদবপুরে চলে যাব। ওখানে আজ বোনের বাড়িতে থাকব।

- তাই যাও। স্ত্রী বেশ ঝাঁঝালো স্বরে বললেন।

ভদ্রলোক গোঁ মেরে বসে থাকলেন। আর ভদ্রলোকের স্ত্রী বীরের মতোন ভাব করে ছেলেকে খাওয়াতে লাগলেন। এইভাবে চলতে লাগলাম, বিডিও স্বামী এবং তাঁর ঘরণীর সঙ্গে। ভদ্রলোকের স্ত্রী মনে হয় বুঝতেও পারলেন না, সভাপতির সঙ্গে কমপিটিশন করে সরকারি টাকায় বাপের বাড়ির জন্য মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনও গৌরব নেই। এটার মধ্যে কোনও অহঙ্কার থাকতে পারে না। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য - আমরা সততা আর অসততা আলাদা করতে পারছি না। অসততার মধ্যে কৃতিত্ব খুঁজছি।

(৪)

রাত দশটায় শিয়ালদহে ট্রেন-এ উঠেছি। রবিবার ট্রেন ফাঁকা। একটা কামরায় উঠলাম। ফাঁকা দেখে একটা কোণায় বসলাম। একজন বললেন, ওদিকে হাওয়া দেবে, এদিকে চলে আসুন। ওর কথায় মান্যতা দিয়ে ওঁর কাছে চলে গেলাম। কথায়, কথায় জানলাম, ভদ্রলোক কলকাতা পুলিশে চাকরি করেন। লালবাজারে চাকরি। থানায় কাজ করতে চান না।

-কেন?

-থানায় অনেক ঝামেলা। একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই।

বললাম, পুলিশ আর হাসপাতালের লোকেদের কথাবার্তা ভাল হলে অনেক সুবিধা হয়। বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক। অনেক কিছুই নির্ভর করে কে কেমন কথা বলছে তার ওপর। এবার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন।

একটি হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার রাউন্ডে এসে পেসেন্টদের কাছ থেকে পেসেন্ট পার্টিকে খুব খারাপ কথা বলে বার করে দিচ্ছিলেন। ডাক্তার বাবু খুব উত্তেজিত। রোগীর আত্মীরাও কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ধীরে ধীরে ওখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একজন দাঁড়িয়ে থাকলেন তাঁর রোগীর মাথার কাছে। সেই ভদ্রলোকের কাছ এসে ডাক্তার বললেন, আপনি শুনতে পাচ্ছেন না আমার কথা? ভদ্রলোক বললেন, 'ইস বিস্তারমে ম্যায় ল্যাডকা শোয়া হ্যায়। উসে ম্যায় বহুত পিয়ার করতা হুঁ।' বয়স্ক ডাক্তার বাবু আট বছরের ছেলেটির বাবার দিকে তাকালেন, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরো মাপলেন। গট গট করে বেরিয়ে গেলেন। হয়তো বাবাকে ছেলের কাছে থাকার নীরব অনুমতিটাও দিয়ে গেলেন।

২০১৪-তে সন্ধিক্ষণে পৌঁছাতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার

অনিমেষ সাহা

নির্বাচন যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই দেশি বা বিদেশি 'ফান্ড হাউসগুলো' অনেকটাই চোখ রাখবে এই নির্বাচনের ওপরে। ২০১৩ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী। সর্বকালীন উচ্চতায় শেয়ার সূচক উঠে আসা আগামী দিনের বাজারের গতিবিধিকে নতুন পথের নির্দেশ দেবে। ২০১৩-তে বাজারের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শেয়ারের ওপর নজর রাখলেও দেখা যাবে তথ্য প্রযুক্তি, ফার্মা প্রভৃতি ক্ষেত্রে শেয়ারগুলি অনেকটাই বেড়েছিল। ২০১৪ কোন পথে এগোবে সেটা অবশ্য ভেবে দেখার বিষয়।

গোল্ডম্যান স্যাক্সের মতো সংস্থা জানাচ্ছে ২০১৪ ভারতীয় আর্থিক ক্ষেত্রের এক সন্ধিক্ষণের বছর। শুধু লোকসভা নির্বাচনি নয় আর্থিক সংস্কার আরও কতটা পরিমাণ হবে সেদিকেও নজর দেওয়া হবে। যেভাবে আর্থিক বৃদ্ধির হার কমেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে যে সরকারই আসুক না কেন তাকে অনেক বেশি সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সংস্কার কর্মসূচী এই দুইদিকেই নজর দিতে হবে। যদি নতুন সরকারে বর্তমান জোট থাকে তবে একরকম আর যদি বর্তমান বিরোধী জোট ক্ষমতায় আসে তবেও অনেক সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে, যার প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে এবং সেই সূত্র ধরে বাজারেও উত্থান পতন লক্ষ্য করা যাবে। অনেক বাজার বিশেষজ্ঞ মনে করছেন যদি নির্বাচন পরবর্তীকালে আর্থিক সংস্কার জারি থাকে তবে গাড়ি, বেসরকারি ব্যাঙ্ক, তেল ক্ষেত্রের উপরে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাছাড়া ব্যাঙ্কগুলিও তাদের অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ যদি কমিয়ে আনতে পারে তবে এক্ষেত্রেটিও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে। ঋণের টাকা ফেরত না পাওয়া ব্যাঙ্কগুলির কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ সংকট। যা অবশ্যই বাণিজ্যিক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানে। তার ওপর নতুন বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স দেওয়া ও কিছু বড় ব্যাঙ্কগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা সমগ্র ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

তাছাড়া উৎপাদন ক্ষেত্রটিও সেভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি। যার ফলে তার প্রভাব পড়েছে লৌহ ইস্পাত শিল্পে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেছেন যেহেতু আমেরিকার অর্থনীতি ঘুরতে চলছে তাই তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও রাজস্ব আসার সম্ভাবনা বাড়বে। তবে

শেয়ারের দিক থেকে বিচার করলে ইনফোসিস এবং টিসিএসের দাম যে পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে তাতে ২০১৪ সালে এই ক্ষেত্রটি অনেকটা শান্ত থাকবে। যে সমস্ত ফান্ড ম্যানেজাররা তাদের পোর্টফোলিও তৈরি করছেন তাদের সমস্ত কিছু গুরুত্ব দিয়ে কেনাকাটি করবে। তাই বিচক্ষণতার সঙ্গেই বিনিয়োগ করাই শ্রেয়। দেশের সামনে যে সমস্যা মাথা চাড়া দিয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল মূল্যবৃদ্ধি, আয় ব্যয় ঘাটতি এবং বাণিজ্য ঘাটতি। অবশ্য বর্তমান সরকার সমস্ত কিছু অবগত থেকেও সেভাবে সমস্যার সমাধান হয়নি। মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। ১০ শতাংশের ওপরে মূল্যবৃদ্ধি প্রমাণ করছে যে সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরকেও তার আসন্ন ঋণনীতিতে সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যায় রাখবে। এই সমস্যাগুলো ২০১৪ সালে ঠিকমতো গুরুত্ব দিয়ে দেখা না হলে শেয়ার বাজারে এই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। নতুন সরকারের উপর চাপ থাকবে সামাজিক ক্ষেত্র ও সংস্কার কর্মসূচি দুই দিকেই সমান ভাবে নজর দেওয়ার। আর্থিক মন্দা থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বের হয়ে এলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির দিশা বদলে যাবে, আর তার প্রভাব পড়বে বাজারে। ২০১৩ সালে সর্বকালীন উচ্চতায় বাজার ছুঁয়েছে ঠিকই তবে তাকে পার করে এগিয়ে যেতে হলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা

ধর্ম

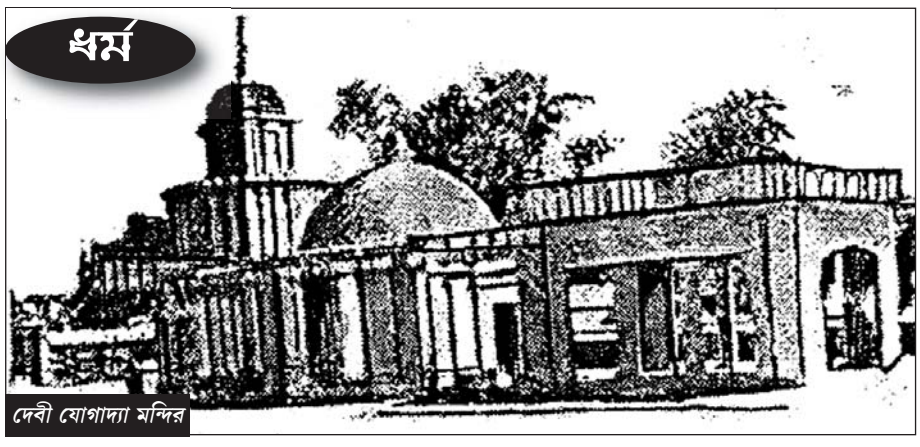

দেবী যোগাদ্যা মন্দির

বর্ধমান স্টেশন থেকে বাসে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। এখানে দেবী যোগাদ্যা নিত্য পূজিতা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে লেখা কুব্জিকাতন্ত্রে ক্ষীরগ্রামকে সিদ্ধ পীঠ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নেপাল রাজদরবারে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ওই তন্ত্রের যে হাতে লেখা পুঁথি পেয়েছিলেন সেখানে ক্ষীরগ্রামের নাম পাওয়া যায়। ক্ষীরগ্রামের সতীদেহের চরণের আঙুল পড়ায় দেবীকে বলা হয় যোগাদ্যা বা যুগাদ্যা ও ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠক। তবে ক্ষীরগ্রামে দেবীর বাম বা ডান কোনও পায়ের আঙুল পড়েছে সেই নিয়ে অনেক মতের সন্ধান পাওয়া যায়।

দেবী যোগাদ্যা সম্পর্কে জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ত্রেতা যুগে। তখন লঙ্কায় চলছে রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণের ছেলে মহীরাবণের আরাধ্যা দেবী ভদ্রকালী তথা যোগাদ্যা থাকতেন পাতালে। প্রতিদিনই দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হত। একসময় মহীরাবণ মায়াবলে রাম এবং লক্ষ্মণকে হরণ করে পাতালে নিয়ে গিয়ে দেবীর সামনে বলি দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। হনুমান রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ শুরু করলেন মহীরাবণের সঙ্গে। একসময় মহীরাবণ নিহত হলেন হনুমানের হাতে। তারপর রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করে হনুমান মা যোগাদ্যাকে মাথায় করে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষীরগ্রামে। প্রবাদ আছে, দেবী স্বয়ং রামচন্দ্রের কাছে ক্ষীরগ্রামে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত, কৈচর রেল স্টেশনের কাছে ক্ষীরগ্রাম। গ্রামের মধ্যে মূল মন্দিরের অবস্থান। মন্দিরের সামনে আছে প্রবেশ মণ্ডপ ও দরচূড়ার। মন্দিরে কোনও প্রতিমা নেই। গর্ভগৃহের দেওয়াল ঘেঁষে একটি বেদী আছে। তার মাঝখানে রয়েছে একটি সুড়ঙ্গ মুখ। জানা গিয়েছে, আগে এই সুড়ঙ্গ মুখটি অনেক বড় ছিল। কিন্তু অনেক সাধক এখানে সাধনা করার সময় সুড়ঙ্গ পথে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে বলে স্থানীয় রাজার নির্দেশে ওই মুখটি অনেক ছোট করে দেওয়া হয়। আপাতভাবে বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গর্ভগৃহের দেওয়ালে ফুটে উঠেছে দেবী দুর্গা ও কালীর সমন্বিত রূপ। কীভাবে তা সম্ভব হয়েছে তা কোনও ব্যাখার অপেক্ষা রাখে না। এই বেদীতেই করা হয় নিত্য পুজো।

ক্ষীরগ্রামে রয়েছে খুব বড় একটি জলাশয়, যা সকলের কাছ পরিচিত ক্ষীরদীঘি নামে। শোনা যায়, দীঘির দক্ষিণ দিকের মাঝখানে দেবীসতীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পড়েছিল। এই দীঘির জলের তলায় দেবীমূর্তি রাখা হয়েছে। প্রতিবছর বৈশাখী সংক্রান্তির আগের দিন রাতে দেবীকে জল থেকে তোলা হয়। সেখান থেকে দেবীমূর্তিকে তুলে আনা হয় তিনদিক খোলা উৎসব মণ্ডপে। একমাত্র ওই দিন দেবীমূর্তি দর্শন ও স্পর্শ করা যায়। ভোরের দিকে দেবীমূর্তিকে আবার জলের তলায় রাখা হয়। তখন দীঘির পাড়ে বেশ বড় মেলা বসে। চলে জ্যৈষ্ঠ মাসের চার তারিখ পর্যন্ত শেষের দিন অভিষেকের জন্য দেবীমূর্তিকে দর্শন ও স্পর্শ করার সুযোগ পান। এছাড়াও আষাঢ়ী নবমী, বিজয়া, দশমী, ১৫ পৌষ ও মাঘ মাসের মাকরী সপ্তমীতে দেবীর বিশেষ পুজো হয়। কিন্তু বৈশাখী সংক্রান্তি ও ৪ জ্যৈষ্ঠ ছাড়া বছরের আর কোনও দিন সাধারণ দর্শকের মূর্তি দর্শন নিষিদ্ধ। পরের চারদিন তারপরে রয়েছে গর্ভগৃহ। মন্দিরের চূড়াটির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে ওড়িশার বিভিন্ন মন্দি

রাত্রি দ্বিপ্রহরে দেবীমূর্তিকে জল থেকে তুলে এনে পুজো করা হয়। পুজোর শেষে দেবীমূর্তিকে আবার জলের তলায় রাখা হয় পুজোর সময় ছাগল বলি দেওয়া হয়।

দেবী বন্দনার যে রূপের বর্ণনা, তা দেখে নতুন বিগ্রহ তৈরি করেছেন দাঁইহাটের এক শিল্পী। অতীতে ক্ষীরগ্রামের সতীপীঠের কোনও প্রাকৃত মূর্তি ছিল না। তবে তখনও দেবীর পুজো হত। ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্তকে রাজা দেখা দেন উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে। রাজার আদেশে দেবী যোগাদ্যা (নামান্তরে যুগাদ্যা) নামে পূজিত হন। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায় যেখানেই আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বাস আছে, সেখানেই যোগাদ্যাতলা আছে। সর্বত্র যে যোগাদ্যার মূর্তি আছে, তা নয়। কোথাও গাছতলায় নোড়ানুড়ির স্তূপ, কোথাও একটিমাত্র শিলাখণ্ড, কোথাও সিন্দুর- চন্দন-হলুদ মাখানো বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, নিম, খেজুর বা শেওড়া মা যোগাদ্যার প্রতীক হিসেবে পুজিত হন।

বৈশাখী সংক্রান্তির দিন যেসব গ্রামে মা যোগাদ্যার পুজো হয়, সেগুলি হল বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার ইট্টা, গোবর্ধনপুর, কোঁয়ার পুর (বেশ বড় পাথরের মূর্তি আছে), চুরুলিয়া, ভাতাড় থানার নাসিগ্রাম, বড়বেলুন, বর্ধমান থানার কুড়মুন, কালিগরাম, ভিটা, বারাশতী, মন্তেশ্বর থানার মূলগ্রাম, ধান্যখেরুড়, খাঁপুর, মাঝেরগাঁ, পূর্বস্থলী থানার পলাশপুলী, গলসী থানার মল্লসারুল, রায়না থানার শিবরামপুর, ভীমপুর, আনগুনা, দেরিয়াপুর সাঁকটিয়া, বোকড়া, পাঁইটা, শেরপুর, কাটনাবিল, উচালন, খণ্ডঘোষ থানার ন'পাড়া, গোপাল বেড়া, সরঙ্গা, কেঁদুড়, কাটোয়া থানার দেবগ্রাম-বরমপুর, গোশুম্বা, করুই, পাঁজোয়া, দোনা, কুরচি, পোটগ্রাম, জামড়া, কাঁটারিয়া, কারুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার কোটলিপুর, ঈশ্বরপুর রাদড়া, ছাতারকানালী, শুঁড়ি পুকুর, হুগলী জেলার আরামবাগ থানার মলয়পুর। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলার অনেক গ্রামে বৈশাখ মাসে একদিন করে লাঙ্গল পালা হয়। কবি কৃত্তিবাস যুগাদ্যা বন্দনায় লিখেছেন ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যাদেবীর শাঁখা পরার কাহিনী। প্রায় তিনশ বছর আগে বাঞ্ছারাম ভট্টাচার্য রচনা করেছেন যুগাদ্যা বন্দনা। মহিলা কবি তরু দত্ত ইংরাজিতে কবিতার আকারে লিখেছেন মা যুগাদ্যার শাঁখা পরার কাহিনী।*হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়(চলবে)*

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নোটিশ নং-২৭১৪/জেড.পি/আর.ভি/ফেরী/ নিলাম/১৩ তারিখ: ১১/১২/২০১৩
এবং ২৬৮৫/জেড.পি/নিলাম/আর.ভি.-৫/৮১ তারিখ: ০৪/১২/২০১৩

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন ৪৮টি ফেরীঘাট ০১/০৪/২০১৪ থেকে ৩১/০৩/২০১৫ এবং ৩২টি পুষ্করিণী / পুষ্করিণী জমিগুলি ০১/০৪/২০১৪ থেকে ৩১/০৩/২০১৭ বছরের মেয়াদী লীজ দেবার জন্য বিভিন্ন তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট / পুষ্করিণীর বিবরন ,নিলামের তারিখ ও নূন্যতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.zps24pgs.gov.in দেখা যেতে পারে।

স্বাক্ষর
অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসক।

১২৫৪(২)/জে.ত.স.দ./২৪ পরগনা(দঃ)/১৭.১২.১৩

তারকা দম্পতিদের দাম্পত্য ভাঙনের মুখে

এবার বচ্চন পরিবারেও নাকি অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। ঐশ্বর্যর প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই জয়া বচ্চনের নাক গলানোর ফলেই নাকি এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কিছুদিন আগেও বলিউডে সবচেয়ে সুখী দম্পতির মধ্যে অন্যতম বলে পরিচিত ছিলেন অভিষেক-ঐশ্বর্য। কিন্তু ঐশ্বর্য কি করবেন না করবেন প্রত্যেকটি ব্যাপারে জয়া বচ্চনের অঙ্গুলি হেলনের ফলে ঐশ্বর্যের মনে বেশ কিছুদিন ধরেই বিক্ষোভের মেঘ ধূমায়িত হচ্ছিল। যার ফলে ঐশ্বর্য বিয়ে না ভাঙতে চাইলেও বেশ কিছুদিন থেকেই শাশুড়ির আঁচলের গেরো কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। তার জন্যই কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে শিশু আরাধ্যাকে নিয়ে দম্পতি নাকি 'জলসা' ছেড়ে অন্য বাড়িতে উঠে আসছেন। হৃতিক ও অভিষেক দুই তারকা পুত্র শৈশব থেকেই ভাল বন্ধু। দু'জনের কেরিয়ারও শুরু হয়েছিল একইসঙ্গে। এখন দেখার দু'জনের সাংসারিক ভবিষ্যত একই দিকে এগোয় কিনা।

পুনর্মিলন আসন্ন

অপর্ণা কন্যা কঙ্কনার সঙ্গে আবার মিলন হতে চলেছে স্বামী রণবীর শোরের।

ওদিকে সেলিব্রিটি দম্পতিদের মধ্যে পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ ও অভিনেত্রী কল্কি কোয়েচলিন বেশ কিছুদিন থেকেই আলাদা থাকছেন। অনুরাগ এই মুহূর্তে বোম্বে ভেলভেট ছবির পরিচালনার কাজ নিয়ে রীতিমতো ব্যস্ত। হুমাকুরেশির সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক নিয়েই নাকি কল্কি ও অনুরাগের মধ্যে টেনশনের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই নিয়ে কেউই পরিষ্কারভাবে মুখ খুলছেন না। অপরদিকে গত ছ'মাস ধরে যুক্তামুখী ও প্রিন্স টালির মধ্যে অশান্তি চরমে উঠেছিল। এমনকী যুক্তামুখী টালির বিরুদ্ধে আদালতে নির্যাতনের অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। তবে এই মুহূর্তে অশান্তি এড়িয়ে একজন মধ্যস্ততাকারীর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিচ্ছেদ চাইছেন তারা।

এদিক থেকে আর এক অপর সেলিব্রিটি দম্পতি প্রায় একদশক বিবাহিত জীবন কাটিয়ে এই মুহূর্তে পৃথকভাবে থাকতে চাইছেন। তাঁরা হলেন অভিনেত্রী চিত্রাঙ্গদা ও গল্ফ খেলোয়াড় জ্যোতি রণধাওয়া। আট বছরের শিশু সন্তান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ইদানীং আলাদা থাকছেন। তবে দু'জনেরই বক্তব্য এটা তাঁদের একদমই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই তাঁরা ঘটনাটি প্রকাশ্যে আনতে চান না। এই ভাঙনের ঝড়ে একমাত্র ব্যতিক্রম অপর্ণা সেন কন্যা রণবীর শোরে। ঢাকঢোল না পিটিয়ে একান্ত বন্ধুদের নিয়েই ছোট অনুষ্ঠান করে বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। সুখী সংসার চলছিল বেশ তরতরিয়ে। তারপর হঠাৎই শোনা গেল দু'জন মুম্বাইতেই আলাদা থাকছেন। তবে কিছুদিন হল সব ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে তাঁরা আবার একত্রিত হয়েছেন।

বলিউডের এই বিচ্ছেদের ঝড়ে টলিউডও সামিল হয়েছে। নায়িকা শ্রাবন্তী মাত্র ১৫ বছর বয়সেই চ্যালেঞ্জ ছবির নায়িকা হওয়ার পরই তখনকার এক সহকারী পরিচালক অজ্ঞাতকুলশীল রাজীব বিশ্বাসকে বিয়ে করেন। তার পরে পুরোপুরি মধ্যবিত্ত গৃহবধুর জীবনযাপন করতে থাকেন। একটি শিশু পুত্রও হয়। তার বেশকিছুদিন বাদে রাজীব নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিচালক হয়ে ওঠেন। বেশ কিছু সুপারহিট ছবিও তৈরি হয় তাঁর হাতে। ইতিমধ্যে শ্রাবন্তীর প্রত্যাবর্তন হয় নায়িকা রূপে। দেব ও জিতের হিট নায়িকা হওয়ার পাশাপাশি অপর্ণা সেনের গয়নার বাক্সতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি। এই সময় হঠাৎ দেখা গেল শ্রাবন্তী বেহালার বাপের বাড়ির কাছে দুর্দান্ত একটি ফ্ল্যাট কিনে উঠে এলেন। যেখানে তাঁর ছেলের নাম লেখা। তার কয়েকদিন বাদেই দু'জনে রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করলেন নিজেদের বিচ্ছেদের কথা। তবে এই বিচ্ছেদের থেকেও টলিউডে ইদানীংকালে বেশি আলোড়ন তুলেছিল বিবাহিত দম্পতি নয়। এক প্রেমিক- প্রেমিকার জুটির বিচ্ছেদের জমাটি কাহিনী নিয়ে। এঁরা হলেন দেব ও শুভশ্রী। দেব অবশ্য এই বিচ্ছেদ নিয়ে কোনওভাবেই মুখ খোলেননি। শুভশ্রী মিডিয়াতে বিভিন্ন সাক্ষাতকারে দেবের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবকেই দায়ি করেছেন এই ভাঙনের জন্য। অপরদিকে টলিউডের আজকের সম্রাট প্রসেনজিতের সেসব সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে তা সবই তিনি মেরামত করে ফেলেছেন। এমনকী ঋতুপর্ণার সঙ্গেও ইদানীং তার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। তবে যে বিয়ে নিয়ে বলিউডের অভিষেক-ঐশ্বর্যর মতোই আলোড়ন উঠেছিল সেই প্রসেনজিৎ-দেবশ্রী'র বিয়ে ভাঙার এত বছর পরেও সে সম্পর্কে ফের বন্ধুত্বের প্রলেপ লাগেনি বলে এখনও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন চুমকি (দেবশ্রী)-র বাল্য সাথী বুম্বা।

■ *সঞ্জয় সরকার*

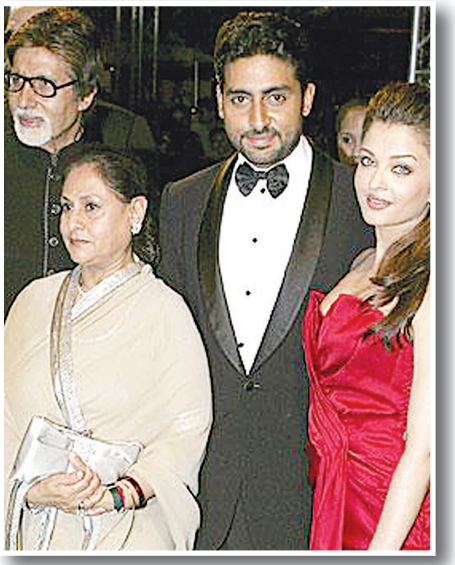

জয়া বচ্চনের নাক গলানোয় প্রশ্নেরমুখে অভিষেক-ঐশ্বর্যের দাম্পত্য। অসহায় দর্শক অমিতাভ।

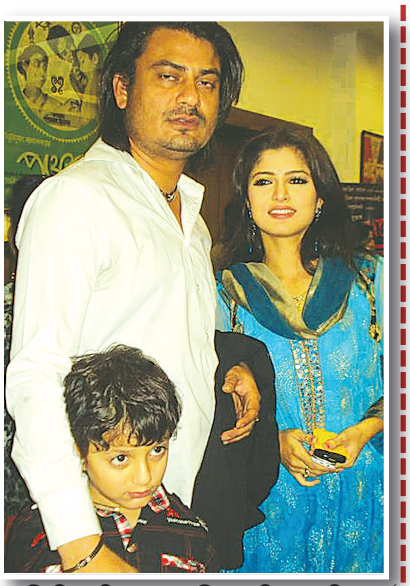

স্বামী চিত্রপরিচালক রাজীবের বিরুদ্ধে ডিভোর্স ফাইল করেছেন নায়িকা শ্রাবন্তী।

বাস্তুশাস্ত্র

প্রঃ অনেকে ঘরে কৃত্রিমভাবে তৈরি কচ্ছপ সাজিয়ে রাখেন। এর কোনও প্রভাব কি আমাদের জীবনে পড়ে?

মিলন কুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর।

উঃ বাস্তুশাস্ত্র এবং ফেংশুই উভয়ক্ষেত্রেই কচ্ছপের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। কচ্ছপ যেহেতু দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে তাই এর প্রতিকৃতি ঘরে থাকলে বাসিন্দাদের দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা থাকে। পুরাণে কথিত আছে, ভগবান বিষ্ণু একবার সাগর মন্থন করার সময় কচ্ছপের রূপ ধারণ করেন। কচ্ছপকে দ্বিতীয় এবং কুর্ম অবতার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ইদানীংকালে যাঁরা বাস্তুশাস্ত্র এবং ফেংশুই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে কচ্ছপের প্রতিকৃতি রাখা হয়। এই প্রতিকৃতিগুলি কাচ বা ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাঠ বা ক্রিস্টালের তৈরি কচ্ছপের প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। তবে বাড়িতে বা অফিসে কচ্ছপ কোথায় রাখতে হবে, বাস্তুশাস্ত্রে সে সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশ করা আছে। তাদের ঘরের উত্তর-পূর্ব, মাঝখানে অথবা দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে রাখতে হয়। যে কচ্ছপগুলি ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয় সেগুলি উত্তর অথবা উত্তর-দক্ষিণ দিকে রাখাই শ্রেয়। যে কচ্ছপগুলি ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি করা হয়, সেগুলি রাখা উচিত, দক্ষিণ-পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিকে। কাঠের তৈরি কচ্ছপগুলিকে পূর্ব অথবা দক্ষিণ-পূর্বদিকে রাখার বিধান দেওয়া আছে। তবে যেখানেই বসানো হোক না প্রতিকৃতিটির মুখ থাকবে পূর্বদিকে। কেউ যদি কচ্ছপের পরিবারকে ঘরে রাখতে চান, তাহলে সামগ্রিকভাবে তার প্রভাব পড়ে অর্থাৎ সর্বোতভাবে তা পারিবারিক সুখশান্তিকে নিশ্চিন্ত করে থাকে। কোনও একটি পাত্রে কিছুটা জলের ওপর কচ্ছপকে রাখতে হয়। পাশে রঙিন পাথর রাখা যেতে পারে। এভাবে রাখলে তা দেখতে তো সুন্দর লাগবেই, তাছাড়া শাস্ত্রমতে বাড়িতে একতা, শান্তি, দীর্ঘ জীবন এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে। যে পাত্রে কচ্ছপটি রাখা হবে, সেখানে পরিমাণ মতো জল যাতে সবসময় থাকে, তা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে যেন সবসময় কচ্ছপের পা যেন জলে ভিজে থাকে। জল যেন কোনও অবস্থাতেই পায়ের নিচে চলে না যায়।

এইসব নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা : বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

দেবী চৌধুরানী এবার ঋতুপর্ণা

ছোট নয়, বড় পর্দার জন্য দেবী চৌধুরানী ছবি হতে চলেছে। এক সময় দীনেন গুপ্ত দেবী চৌধুরানী উপন্যাস অবলম্বনে সুচিত্রা সেনকে নাম ভূমিকায় নিয়ে সিনেমা করেছিলেন। কিছুদিন আগে প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষ এই ছবি করার পরিকল্পনা নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে ছিলেন। এবার উজ্জ্বল চক্রবর্তী নামে এক নবীন পরিচালক এই ক্লাসিককে একটু অন্য পটভূমিকায় ফেলে ছবি করতে চলেছেন। এবার সুচিত্রা সেনের জুতোয় পা গলাতে চলেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ভবানীপাঠকের ভূমিকায় পরিচালক চাইছেন মিঠুন চক্রবর্তীকে। উজ্জ্বল বেশ কিছু শর্ট ফিল্ম তৈরি করেছেন। একটি গ্রন্থের জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তবে বঙ্কিমী কাহিনী বিন্যাসে উজ্জ্বল বেশকিছু পরিবর্তন আনছেন। ভবানীপাঠক যেভাবে প্রফুল্লকে দেবী চৌধুরানী গড়বেন তাতে দেখা যাবে প্রফুল্ল দেবী চৌধুরানী হয়ে ওঠার পথে সর্বহারা মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিপ্লবী ডাকাত হয়ে উঠবেন। এছাড়া প্রফুল্ল এই ছবিতে আর শ্বশুর ঘরে ফিরে ঘাটে বাসন মাজবেন না। ছবির সময়কাল ১৭৭৮ সালের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকাটি ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ব্রজেশ্বরের চরিত্রটি প্রিয়াংশুর করার সম্ভাবনা রয়েছে। এখনও অবধি ঠিক হয়েছে নমিত বাজোরিয়া এই ছবির প্রযোজনা করবেন।

■ *অভিমন্যু দাস*

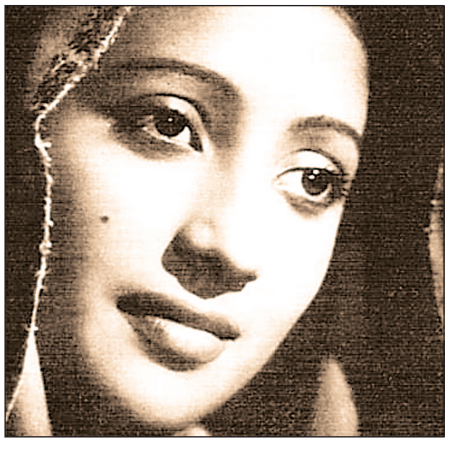

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ২১ ডিসেম্বর- ২৭ ডিসেম্বর,২০১৩

মেষ: সৎ কাজে ইচ্ছা থাকলেও পরিবেশ উপযুক্ত না হওয়ায় সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে ও হবে। মনের ভারসাম্যকে বজায় রেখে চলতে পারবেন না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখনও কিছু বাধা আসতে থাকবে। শত্রু ভয়ের

বৃষ: কোনও শুভ কাজে ভাবনার অবকাশ দেবে না। সমাপ্ত কাজগুলিকেও অসমাপ্ত করে দেবে। সাংসারিক শান্তি প্রীতি থাকবে না। বন্ধুরা কারণে অকারণে অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করবে। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলে পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় ব্যয়বৃদ্ধি হবে।

মিথুন: মনের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাবে। যে সকল কাজের জন্য চিন্তা করছেন সেগুলি সাফল্যে পরিনত হবে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভ যোগাযোগ দেখা যায়। নূতন কাজের অনেক সুযোগ পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে। অবিবাহিত পুত্র-কন্যাদের বিবাহে বিবিধ সুযোগ লক্ষিত হবে।

কর্কট: প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে শুভ যোগাযোগ, আয় ও উন্নতির বহু সুযোগ আসতে থাকবে। বহু পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের যোগ রয়েছে। স্নেহপ্রীতির ক্ষেত্রে শুভযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ থাকলেও বিরোধীয় বিষয়ে সমস্যার সমাধান হবে। ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

সিংহ: ব্যক্তিত্বের অভাব হবে না। পূর্বতন কাজগুলি সাফল্যে পরিণত হবে। শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু বিরোধ থাকবে।

কন্যা: সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ধীরে ধীরে শুভ হতে থাকবে। কিন্তু আগে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির সমাধান এখনও হবে না। রাগ বেশি হওয়ার জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাফল্যে বাধা আসবে।

তুলা: ভেবে চিন্তে কাজ করা দরকার। অর্থনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক অনর্থ হয়ে যেতে পারে। ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যয়ের আধিক্য ঘটায় বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। থানা-পুলিশ থেকে সাবধান থাকবেন। অত্যাধিক ব্যায়ের চাপ সামলাতে পারবেন না।

বৃশ্চিক: কথার অবাধ্য হলে বা অত্যাধিক বন্ধু প্রীতি থাকলে তাদের দ্বারাই ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দৈহিক বিষয়ে যেমন সতর্ক থাকা দরকার তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও সতর্ক হতে হবে। প্রণয়ের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করুন।

ধনু: মানসিক অসৎ ভাবের কিছুটা নিরসন হবে। নিজের ভুল বা জেদকে জিইয়ে রাখলে ক্ষতির বোঝা বহন করতে হবে। শিক্ষায় শুভ ফল পাওয়া যাবে। বিবাহের বিষয়ে শুভাশুভ বহু যোগাযোগ আসবে। স্মৃতি শক্তির সহায়তায় শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর: আকাশ কুসুম চিন্তা না করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। অশুভ ভাবগুলির অবসান হবে। যারা একদিন ক্ষতি করেছিল তারা তাদের ভুল বুঝতে সমর্থ হবেন। লেখাপড়ায় শুভফল পাবেন। স্নেহ প্রীতির যোগ রয়েছে। উদ্ধত আচরণ থেকে সংযত হলে উন্নতিতে সমর্থ হবেন।

কুম্ভ: ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সব কাজ করা চলে না। মনের শক্তি ও সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে সাফল্য আবশ্যই আসবে। ভ্রমণের যোগ রয়েছে, কিন্তু সাবধানে যাবেন। শিক্ষা সম্পর্কে সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। অবিবাহিত পুত্র-কন্যাদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হতে পারে।

মীন: মনের মাত্রাকে কমিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করুন। ভাগ্যের উন্নতির যোগসহ কর্মক্ষেত্রে একাধিক সুযোগ সুবিধা আসবে। সুনাম খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার যোগ বিদ্যামান। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য ও নতুন দিগন্তের উন্মোচন হতে পারে।

ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের প্রতি আবেদন

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আগামী ১৯-২৩ জানুয়ারি ২০১৪, পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন মেলায় ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার একটি স্টল হবে। আপনার পত্রিকার প্রদর্শনীর জন্য শীঘ্রই আমাদের দফতরে আপনার পত্রিকা পাঠান।

আলিপুর বার্তা- ৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা - ২৭। দূরভাষ-৯৮৩০৮৫৪০৮৯

মাঙ্গলিকী

ছোটদের সাহিত্য ত্রৈমাসিক কচিকাঁচা সবুজ সাথী

গ্রন্থসন্ধানী: পত্রিকার শারদ সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। যেহেতু ছোটোদের পত্রিকা তাই বলতেই হয় বেশকিছু ছোটোদের পাঠের উপযুক্ত কবিতা ছাপা হয়েছে। এগুলি লিখেছেন মহম্মদ আলী বুলবুল, সলিল মিত্র, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতানাথ করণ, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় হালদার, শর্মিষ্ঠা মাজী, ঋতা চন্দ্র, সবুজ বরণ হালদার প্রমুখ। গল্পের মধ্যে প্রতীপ কুমার মুখোপাধ্যায়ের রূপক গল্প 'সবার পুজো', বিশ্বদীপ পালের উপদেশ মূলক গল্প 'কচি কাঁচার সবুজ সাথী', নিত্যানন্দ দাসের মজার গল্প 'মাছ ধরা'। চুনীলাল রায়ের গল্প 'সম্পাদকের দফতরে' (ছোটদের একটু মন দিয়ে পড়তে হবে) ছোটরা উপভোগ করবে। ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিজনিল্যান্ড নিয়ে ভ্রমণ কাহিনী মনোগ্রাহী রচনা। সুমিত্রা ঘোষের প্রবন্ধ শিখ গুরু নানক ভালই। রমিতা ব্যানার্জি মনে হয় বালিকা, সেক্ষেত্রে তার গল্প 'বৃষ্টি ভেজা সেই বেড়াল' ঠিক আছে, তা না হলে এটা কোনও গল্প নয়। পরিমল কান্তি সেনের গল্প 'ইচ্ছা মৃত্যু' না ছাপা হলেই ভাল হত। পুতুল ভট্টাচার্যের 'মায়ের স্মৃতি', বীরেন্দ্র নাথ প্রামাণিকের 'নিশির ডাক', দুটিই অবৈজ্ঞানিক কাহিনীমূলক গল্প - ভূত, পরলোক

অরূপ রতন

এই সব ছোটদের মনে প্রথিত করার গল্প এধরনের গল্প আজকের দিনে আর ছাপানো উচিৎ নয়। সম্পাদক মহাশয়কে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, বীণা ভদ্র'র প্রবন্ধ 'শরৎ মনের মানুষ', তিনি কি মনে করেন ছোটদের পড়বার, বোঝবার মতন লেখা। রাম ব্যানার্জির প্রশ্ন উত্তরের আসর ভালই, কিন্তু এই প্রশ্নটা কি ছোটদের পক্ষে উপযুক্ত - জর্জ বার্নাড শ'র দশ-এগারো জন প্রেমিকা ছিলেন। কয়েকজনের নাম বলতে পারবেন? সুনীল গুহ'র কবিতা 'মার প্রেস কনফারেন্স' ছোটদের জন্যে লেখা কবিতা? (যদিও কবিতাটা ভাল)। আছে ম্যাজিক (কেউ কি ছোটদের মধ্যে শেখার চেষ্টা করে?), পত্রিকার বিষয়ে পাঠক পাঠিকাদের মতামত (মূলত বিমল মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হবার পরও পত্রিকাটি চালিয়ে যাবার জন্যে অভিনন্দন), বিধান সাহার পত্রিকা ও গ্রন্থ পর্যালোচনা (বিধান সাহার কবিতা অন্য লিখন নেই কেন?) প্রভৃতিও আছে। আরও উপভোগ্য কবিতা লিখেছেন শেফালি সরকার, তারাশংকর দত্ত, দিগম্বর দাশগুপ্ত, স্বপন কর্মকার, বিমল মুখোপাধ্যায় (পুনর্মুদ্রণ), গৌর দত্ত পোদ্দার প্রমুখ। মুদ্রণ প্রমাদ সামান্য। অলংকরণ রুচিপূর্ণ। সব লেখা ছোটদের উপযুক্ত হচ্ছে কি না, সম্পাদককে সেটা দেখতে হবে।

জনৈক ফ্যাতাড়ুর পরিক্রমার আখ্যান

সঞ্জয় সরকার: প্রকাশক বলেছেন, লেখক নাকি বাস্তব তেলরঙে জলছবি এঁকেছেন। সেটা কী করে সম্ভব আমাদের জানা নেই। তবে একটা ব্যাপার এই উপন্যাস পড়ে মনে হল লেখক তাঁর বাউণ্ডুলে জীবনে মানুষকে যেভাবে কাছ থেকে দেখেছেন তার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠার আয়তনের মধ্যে। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে। উপন্যাসের কথকের জন্ম কিছুটা বেওয়ারিশ ভাবেই। কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে নিম্নবিত্ত এক জনপট্টির বিবরণ ফুটে উঠেছে বইয়ের ছত্রে ছত্রে। বইয়ের মূল চরিত্র পরাশর রায় একের পর এক নর-নারীর সংস্পর্শে এসেছে। ২৯ পৃষ্ঠা থেকে লেখকের ভাষা চুরি করেই বলা যায়, সিঁড়ির ধাপগুলির মতো জীবনের ধাপগুলি নিশব্দে পার হয়ে গিয়েছেন তিনি।

হঠাৎই কখনও কখনও খুঁজে পান কালনাগিনীর মতো মিশকালো কোনও মেয়েকে আবার কখনও খুঁজে পান নগর নটিনী মালতি সোমকে। এইভাবে এগিয়ে চলে কৃষ্ণগহ্বরের উপাখ্যানের ক্যারাভান। তাই হঠাৎই রক্তের সম্পর্ক না থাকা পরাণ মাঝি পরাশরের হাত ধরে খুঁজে পেতে চান নিজেকে।

আসলে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দাঁড়িয়ে নগর জীবনের যন্ত্রণার মধ্যে মানবাত্মার অস্তিত্বকে কীভাবে খুঁজে বার করা যায়, তার সফল উপাখ্যান হয়ে উঠেছে এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি। অনেক ফ্যাতাড়ুর মতই পরাশর রায়ের আত্মাটা যখন হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে যায়, তখন এক প্রতিবেশী বলেন, ওখানে একটা দাঁড়কাক মরে পড়ে রয়েছে। উপন্যাসের মেজাজের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই গোলাপি প্রেক্ষাপটের ওপর দুই ছায়া মানব-মানবীর ছবি অঙ্কন করেছেন প্রচ্ছদ শিল্পী শঙ্কর বসাক।

কৃষ্ণগহ্বরের অট্টহাসি, সুভাষ চন্দ্র মণ্ডল, সন্ধ্যা প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৯, দাম : ৫০ টাকা।

১০ জাদুকরের আড্ডা

সম্প্রতি ১০ জন জাদুকর বড়িষাতে এক মাসিক আসরে যোগদান করেন। সাউথ লন্ডন ম্যাজিক সোসাইটির নিউজলেটারে এই আড্ডার একটি গ্রুপ ফটো সংবাদ সহ প্রকাশিত হয়েছে। তারই কপি এদিন বরিষ্ঠ জাদুকর শৈলেশ্বর মুখার্জি ও যুবা জাদুকর বিশ্বজিত চক্রবর্তীর হাতে আড্ডার তরফে তুলে দিলেন জাদুকরদ্বয় সমীর গুহ ঠাকুরতা ও সুশীল দে। এদিন স্ট্যান্ড আপ জাদুর ক্ষেত্রে পিটার গফির মজাদার বড় তাসের জাদু দেখালেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভীক দত্ত দেখালেন কারেন্সী নোট নিয়ে ম্যাজিক গ্যাম্বলিং। জাদুকর সুরজিত দেখালেন লিং কিং রিঙের ধ্রুপদী জাদু। বৈঠকী জাদুর ক্ষেত্রে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন তাঁর সৃষ্ট ও প্রকাশিত তাসের খেলা, ইমপসিবল, মিরাকল। বিবিধ অনবদ্য তাস নিয়ে হাতের কলা কৌশলের ওপর ভিত্তি করা খেলা দেখালেন অভীক দত্ত। সুরজিত আবার চমক সৃষ্টি করলেন তাঁর অনবদ্য হন্টেওডেক তাসের খেলাটি দেখিয়ে। বরিষ্ঠ জাদুকর তপন চক্রবর্তী দেখালেন তাঁর তৈরি 'মামি ডিভাইনেশন'।

এদিন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে যুবা জাদুকর বিশ্বজিত চক্রবর্তী আড্ডার দ্বিতীয় পর্বের সঞ্চালনার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করেন। ফাঁকে ফাঁকে দেখান দড়ি, কারেন্সী নোট, ছুরি প্রভৃতি নিয়ে সুন্দর স্ট্যান্ড আপ জাদু। শৈলেশ্বর মুখার্জি পাঠ করলেন স্মরক্ষেপণ নিয়ে তাঁর একটি মনোগ্রাহী কাহিনী মূলক রচনা। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করলেন তাঁর জাদু রচনা, 'রাজাবাবু, জাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটিন ও বাকি ইতিহাস'।

জাদু সম্রাট পি.সি. সরকার সিনিয়রকে নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন সতীপ্রসাদ সরকার। জাদুর খেলার সঙ্গে 'বাচন' নিয়ে এদিন বিস্তৃত আলোচনা হয়। মায়াবালা ঠাকুরের রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে আসর শেষ হয়।

নেতাজী-চক্রান্তের বিরুদ্ধে সময়োচিত উদ্যোগ

ড.জয়ন্ত চৌধুরী

সাতটি অধ্যায়ে নেতাজি অন্তর্ধান পরবর্তী চক্রান্ত নিয়ে প্রবীণ লেখক বেদমোহন ঘোষ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে আলোচ্য বইতে আলোকপাত করেছেন। স্বাধীনতার পর শাসককুল ধারাবাহিকভাবে নেতাজি তথ্য চাপা দেবার অপচেষ্টা, নেতাজির চরিত্র হননের অপপ্রয়াস এবং ভারতবর্ষের মাটিতে নীরবে নিভৃতে অজ্ঞাত সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্যাকারে তুলে এনেছেন সাধারণ পাঠককুলের জন্য। যাদু বিদ্যায় পারদর্শী, প্রাজ্ঞ লেখক ও প্রকাশক বীরেন্দ্রলাল সাহা বইটি প্রকাশক সাহস এবং সততার পরিচয় দিয়েছেন। বইটির আলোকচিত্রগুলি নেতাজি কর্মকাণ্ড ও চক্রান্তের গভীরতা অনুধাবনের সহায়ক।

ঘৃণিত চক্রান্তের বেড়াজালে নেতাজী ও তাঁর অন্তর্ধান রহস্য। বেদমোহন ঘোষ। প্রকাশক: বীরেন্দ্রলাল সাহা। সি,জে-২২৯ সল্টলেক, কলকাতা-৯১। দাম-৫০ টাকা।

কাকদ্বীপে সুন্দরবন লোকশিল্পী সম্মেলন

সুধীর নন্দী, কাকদ্বীপ : সম্প্রতি সুন্দরবন লোকশিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কাকদ্বীপের কামার হাট লোকসঙ্গীত চারুকলা বিদ্যালয় ও পাঠাগার সহযোগিতায় এবং কৃষ্ণনগর সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ এন্ড রিসার্চের উদ্যোগ। লোকগীতি পল্লীগীতি, কবি গান, তরজা, মাঙ্গলিক গান, যাত্রা , লোকনাট্য, লোকনৃত্য, ভাগবত পাঠ, মনসা গান, রামায়ন গান, ঢাক ঢোল, সানাই, কীর্ত্তন, মাঝিমাল্লার গান, বহুরূপী, আদিবাসী নাচ, হরবোলা, বাঁশের বাঁশি, বনবিবির পালা প্রভৃতি আঙ্গিক সহ শিল্পীদের উপস্থিতিতে সম্মেলন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর মালা মৈত্র, বর্তমান সদস্য দীপক কুমার পাত্র, আইনজীবী সুশীল কুমার আদক ও বীরভূমের বাউল সুকুমার দাশ। সকাল ১০ টায় ওএনজিসি মোড় থেকে ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়ে অতিথিদের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হয়।

প্রায় ২০০ লোকশিল্পী লোকগীতি পরিবেশন করতে করতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি পরিক্রমা করেন। ডক্টর মালা মৈত্র বলেন, সুন্দরবনের লোক সংস্কৃতি শহরের মানুষের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। অন্যতম বিশেষ অতিথি মঞ্জুলা ব্যানার্জি বলেন, এই লোক সংস্কৃতি বাঁচাতে কেসিএসএসআর সংস্থা তাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশাখা নির্দেশাবলী সম্পর্কে অন্ধকারে ৬০ শতাংশ মহিলা

মীরা কুণ্ডু

●মাউসের ওপর রাখা ২২ বছরের এক তরুণীর হাত আবিষ্ট করল এক শক্ত পুরুষের হাত। তারপর মহিলা সহকর্মীর কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে কম্পিউটার আবোল তাবোল কাজের অছিলায় নিজের যৌন মনোবৃত্তি পূরণ করে চলেছেন পুরুষ কর্মীটি।

●হঠাৎ তলব পড়ল বসের। ফাঁকা কেবিনে মহিলা কর্মীর প্রবেশ। আলোচনার মধ্যে চোখ দিয়ে ওই তরুণীর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিলেন বস। চোখের চাউনিতে অস্বস্তির মধ্যে বিপরীতে বসে থাকা তরুণী।

●রাতে মোবাইলে এসএমএস। কাজের পর সময় কাটানোর প্রস্তাব পুরুষ সহকর্মীর। পরেই যৌন এমএমএস।

● অফিসের কাজে বাইরে ট্যুরে বসের সঙ্গে মহিলা সহকর্মী। রাতে ওই মহিলা সহকর্মীর রুমে কড়া নাড়ছেন মাননীয় বস। এদিক ওদিকের কথার পর হঠাৎই মহিলা সহকর্মীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন বস।

উপরের ঘটনাগুলি কোনও সিনেমার কয়েকটি উত্তেজক দৃশ্য বা কোনও উপন্যাসের গল্প নয়। একটু খোঁজ নিলে দেখা যায় উপরের ঘটনার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৭৫ শতাংশ কর্মরত মহিলাদের।

ঘরকন্নার কাজ সামলে কর্পোরেট দুনিয়ায় পা রেখেছেন আজকের নন্দিনীরা। কিন্তু এত কিছুর পরেও কি নিজের স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছেন তারা। রাস্তায় হিংস্র নজর এড়িয়েও কী অফিসের চার দেওয়ালে নিজেকে আদৌ সুরক্ষিত মনে করেন তারা ? প্রশ্নটা কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে না -ই হবে। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তরুণ তেজপাল এবং অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সম্প্রতি গোয়ায় হোটেলে লিফটে তাঁর ম্যাগাজিনের তরুণী সহকর্মীকে যৌনহেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে তেহলকার প্রাক্তন সম্পাদক তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংবাদ জগতে।

কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ রুখতে এবং ন্যায় দেওয়ার জন্য ১৯৯৭ সালে বিশাখা গাইড লাইন বলে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করে দেশের শীর্ষ আদালত। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক বিশাখা গাইড লাইন সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট। রাজস্থানের ভাতেরী গ্রামে বাসিন্দা ছিলেন ভানওয়ারি দেবী। 'মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৮৫ সাল থেকে বাল্যবিবাহের প্রতিবাদে গ্রামে জনসচেতনতা গড়ে তুলছিলেন ভানওয়ারী দেবী। এই কাজ করতে গিয়ে সমাজে শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। তার পদক্ষেপকে দমাতে ১৯৯২ সালে ধারাবাহিকভাবে ধর্ষণ করা হয় তাঁকে। গত দুদশক ধরে রাজস্থান হাইকোর্টে এই ধর্ষণের মামলাটি চলছে। যদিও ২১ বছরেও শাস্তি পায়নি অপরাধীরা। এই ঘটনার প্রতিবাদ সর্বোচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা রুজু করে 'বিশাখা' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই মামলা রায় দিতে গিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশাবলী জারি করে সুপ্রিম কোর্ট। এই নির্দেশাবলীই 'বিশাখা গাইড লাইন' হিসেবে পরিচিত।

কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ রুখতে এবং ন্যায় দেওয়ার জন্য ১৯৯৭ সালে বিশাখা গাইড লাইন বলে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করে দেশের শীর্ষ আদালত।

কী কী নির্দেশ রয়েছে এই গাইড লাইনে ? নির্দেশাবলি অনুযায়ী গোটা দেশের সমস্ত কর্মস্থলে গাইড লাইন লাগু করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

প্রথমত, সরকারি থেকে বেসরকারি অফিসে একটি করে অভিযোগ কমিটি গঠন করা হবে। কর্মস্থলে পুরুষ সহকর্মীদের হাতে যৌন হেনস্থা হলে এই কমিটির কাছে অভিযোগ জানাতে পারবেন ওই নিগৃহীতা মহিলা কর্মী। যৌন হেনস্থার সংজ্ঞা টা কী তা জেনে নেওয়া যাক ।

যৌনহেনস্থা হল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শারীরিক সম্পর্কের চেষ্টা করা। ক) কর্মস্থলে শারীরিক সংস্পর্শ বা সুযোগ নেওয়া। খ) শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য দাবি বা অনুগ্রহ করা। গ) পর্ণগ্রাফি দেখানো। ঘ) অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা। ঙ) মৌখিক বা অমৌখিক ভাবে অনিচ্ছকৃত যৌনতার আবেদন জানানো।

দ্বিতীয়ত, অভিযোগ কমিটিতে অর্ধেকের বেশি মহিলা সদস্য থাকতে হবে। কমিটির শীর্ষস্থানে একজন মহিলা থাকবেন।

তৃতীয়ত, নিগৃহীতার অভিযোগ এবং শুনানি সম্পর্কিত তথ্য গোপন রাখতে বাধ্য থাকবে অভিযোগ কমিটি।

চতুর্থত, প্রচার, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশাখা নির্দেশাবলি সম্পর্কে কর্মরত মহিলাদের সচেতন করে তুলতে হবে।

কিন্তু জানা গিয়েছে বিশাখা গাইডলাইন সম্পর্কে প্রায় ৬০ শতাংশ মহিলাই অবগত নন। বেসরকারি সংস্থার কথা বাদই দেওয়া যাক, এমনকি সরকারি অফিসে অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ কমিটি গড়ে ওঠেনি। বিশাখা গাইড লাইনের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহের বাড় বাড়ন্ত রুখতে একটি আইন সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে। আইনটি হল 'দ্য সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অব উইম্যান অ্যাট ওয়ার্কপ্লেস (প্রিভেনশন, প্রহিবিশন অ্যান্ড রিড্রেসাল)২০১৩'। চলতি বছরের ২২শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সম্মতি নিয়ে আইনটি তৈরি হয়।

এই আইন অনুযায়ী, যৌন নিগ্রহের তদন্ত শুরু হওয়ার আগে অভিযোগকারীনী অভিযুক্তের সঙ্গে বিবাদটি মিটিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু এতে কোনও আর্থিক লেনদেন ঘটবে না।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কমিটি। যদি অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হলে অভিযোগকারীনীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ওই কমিটি।

তদন্ত চলাকালীন নিগৃহিতা মহিলা যদি বদলি অথবা তিনমাসের ছুটির আবেদন করেন তাহলে তা কতৃপক্ষের গোচরে আনতে পারবে কমিটি। যৌন হেনস্থা হওয়ার তিনমাসের মধ্যেই অভিযোগ রুজু করতে হবে। যদিও এক একটি সংবাদপত্রে শিরোনামে উঠে আসার একের পর এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইন দিনের পর দিন কড়া হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কী তা ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে। যেমন গত বছর নির্ভয়া কাণ্ডের পর ধর্ষণ রোধী আইন আরও শক্ত করার পরেও কী ধর্ষণ কমানো সম্ভব হয়েছে। বরং বলা যায় এবছর ধর্ষণের অভিযোগ আগের তুলনায় আরও বেশি দায়ের হচ্ছে। একই ভাবে তরুণী সহকর্মীর ওপর তেজপালের যৌন হেনস্থার করার ঘটনাটি সামনে আসার পরেও কী বিশাখা নির্দেশাবলী সম্পর্কে বাড়ানো হয়েছে। বেসরকারি সংস্থার কথা তো বাদই দেওয়া যাক সরকারি সংস্থায় সচেতনতা গড়তে কতটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্কুল নির্মাণের কাজ শেষের পথে

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : সুন্দরবনে শিক্ষার প্রসারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতিশ্রুত নতুন উচ্চ মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ শেষের মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতায় সরকারি কর্তা ব্যক্তিরা ৬ মাসের মধ্যে স্কুল ভবন তৈরির কাজ শেষ করে ফেলেছে। চলতি বছরের ৬ মার্চ ক্যানিং থানার অন্তর্গত রাজারলাট গ্রামের গোলকুচি এলাকায় নতুন প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। স্কুলের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিকও তৈরি করা হচ্ছে। স্কুল তৈরির জন্য ১২ টাকা কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। স্কুল নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে হুগড়ি রিভার ব্রিজ কমিশনার সংস্থা। সংস্থার দাবি আগামী বছর ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্কুল তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই পুরো কাজটি তদারকি করছেন বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল।

সুন্দরবন সফরে এসে জেলার শিক্ষার প্রসারের জন্য স্কুল সংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ দিতে কোমর বেঁধে কাজ করছেন সরকারি কর্তাব্যক্তিরা। সুন্দরবনে এখন প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ৪,৮৯৬টি এবং ৯১১টি মাধ্যমিক মিড ডে মিল স্কুল রয়েছে। সরকারের পরিবর্তনের পর স্কুল ছুট ছাত্র-ছাত্রীরা ২৩ শতাংশ কমেছে।

শুধু স্কুল নির্মাণ নয় উচ্চ শিক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আইটিআই কলেজ নির্মাণের ঘোষণা করেছিলেন। ইতিমধ্যে ক্যানিং ট্যাংরা খালি গ্রামে আইটিআই কলেজ তৈরির কাজ চলছে। তাছাড়া ক্যানিং নারায়ণপুর মৌজায় ১৫ বিঘার জমির ওপর পলিটেকনিক কলেজের তৈরির কাজ শীঘ্রই চালু হবে বলে জানান শ্যামল মণ্ডল।

ক্যানিং থানাকে শববাহিগাড়ি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে একটি শববাহি গাড়ি কিনে দেওয়া হয় ক্যানিং থানাকে। ৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই শববাহি গাড়িটি ক্যানিং থানার ওসি পার্থ সারথি ঘোষের হাতে তুলে দেন

ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, ফুটবলার ও কোচ সুব্রত ভট্টাচার্য। এই মহকুমা হাসপাতালে মর্গ না থাকায় কলকাতা থেকে মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর নিয়ে আসার জন্য চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় সুন্দরবনের গরিব পরিবারকে। কিন্তু এখন সমস্যাটা কিছুটা লাগু হবে বলে আশা করছে পুলিশ প্রশাসন।

৩৫তম সুন্দরবন কাপ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা : ৩৫তম সুন্দরবন ফুটবল কাপ উদ্বোধন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মুখ্যমন্ত্রী মণ্টুরাম পাখিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সিএম জাটুয়া, ডিআইজি আনন্দ কুমার , জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠি, ক্যানিং এসডিপিও বিশ্বজিৎ মাহাতো, সোনারপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি। ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী থানার সুন্দরবন আদর্শ মন্দিরের মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, এই খেলার উদ্দেশ্য সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের জনসংযোগ বৃদ্ধি। জনসংযোগ বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের জলদস্যু আক্রমণের খবর খুব সহজে পাবেন পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা।

সুন্দরবন কাপে উত্তর ২৪ পরগণার ৬টি থানার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১৬টি থানার অন্তর্গত ৭০০টি ক্লাবের ছেলে -মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছেন। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে ফাইনাল খেলা হবে। আগের বছর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এবারও তিনি থাকতে পারেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

সঠিক চিকিৎসায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়

ডায়াবেটিস নাকি এই শতাব্দীতে মহামারীর আকার ধারণ করবে। বর্তমানের লাইফস্টাইল মূলত দায়ী এই রোগ বিস্তারের জন্য। কিভাবে এই রোগের কবলে পড়েও কর্মময় জীবন কাটাবেন ডাঃ রাহুল গুপ্তা পরামর্শ নিয়ে দিচ্ছেন অভিমন্যু দাস।

একবার হলে নিস্তার নেই। আজীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। এ রোগ নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু নিরাময় হয় না। ডায়াবেটিসের উৎস-সূত্র 'ইনসুলিন' নামক শব্দটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

ইনসুলিন আসলে হরমোন যা নিঃসৃত হয় অগ্ন্যাশয় বা প্যানিক্রিয়াস গ্রন্থি থেকে, যার কাজ হল মানুষের শরীরে বিপাক ক্রিয়াকে কার্যকরভাবে ঠিক রেখে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করা। আমরা যে খাবার খাই তার মধ্যে শর্করা, আমিষ (প্রোটিন) ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য উপাদান আমাদের শরীরের শক্তির জন্য প্রয়োজন। আবার এই সব খাদ্য-উপাদান থেকে যে পরিমাণ গ্লুকোজের সৃষ্টি হয়, সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলেই শরীর হয়ে ওঠে নানান রোগের চারণ-ভূমি। শরীরের পেশী কোষে, বিভিন্ন কোষে বাড়তি গ্লুকোজ 'ইনসুলিন' হরমোন প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। এর অন্যথা হলে যে বিপাকজনিত রোগ দেখা দেয় তাকেই আমরা ডায়াবেটিস বলে থাকি এবং এটা তখনই ঘটে যখন ইনসুলিনের নিঃসরণ কম বেশি হয়।

ডায়াবেটিসের হওয়ার প্রবণতা কাদের বেশি ?

১) বংশগত হলে।

২) রোগা লোকের চেয়ে মোটা লোকের এই রোগে বেশি আক্রান্ত হন।

৩) কায়িক পরিশ্রমীদের চেয়ে অর্থাৎ যাদের মানসিক পরিশ্রম বেশি সেই স্তরের মানুষরা এই রোগের শিকার হন।

৪) গ্রামের থেকে শহরের লোকেরা বেশি আক্রান্ত হন।

৫) যে সব মহিলারা ইস্ট্রোজেন ঘটিত ওষুধ খান।

৬) যাদের হার্টের রোগ হয়েছে।

৭) বাচ্চাদের থেকে বয়স্করাই বেশি এই রোগের শিকার।

৮) মূত্র বেশি হবার জন্য ডাক্তাররা যে সব ওষুধ দিয়ে থাকেন তার মধ্যে কয়েকটি ওষুধ যারা বেশি খান তাঁরা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

ডায়াবেটিসের কারণ ?

১) খাদ্য সংক্রান্ত : বেশি মাত্রায় কার্বোহাইড্রেট খেলে, বেশি উপবাস করলে।

২) হরমোনঘটিত ত্রুটি : দেহবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় হরমোনের আধিক্য, গ্লুকাগণের আধিক্য হলে।

৩) ওষুধ ঘটিত কারণ : থায়োজাইড ঘটিত ওষুধ বেশি খেলে। স্ট্রেপটোমাইসিনের মাত্রা বেশি হলে।

৪) বিবিধ : লিভারের রোগ হলে। বংশগত কারণে হার্ট অ্যাটাক হলে। দুশ্চিন্তা মানসিক টানাপোড়েন বেশি হলে।

ডায়াবেটিসের লক্ষণ :

১) অজ্ঞাত কারণ জনিত-দৈহিক ক্লান্তি, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, দীর্ঘদিন ধরে দুর্বলতা,স্মরণশক্তি কমে যায়, সহজেই ক্লান্তি আসে, কাজে উৎসাহ থাকে না।

২) খিদে খুব বেড়ে যায়।

৩) মুখ শুকিয়ে যায়, তেষ্টা পায়। বার বার জল খেতে হয়।

৪) একসঙ্গে প্রচুর প্রস্রাব হয় এবং বারে বারে। অনেক সময়ে এমন হয় যে এখনই প্রস্রাব না করলে তলপেট ফেটে যাবে। রাত্রে প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ে।

৫) দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা দেখা যায়। প্রায় চশমা বদলাতে হয়। অকালে ছানি পড়ে।

৬) গায়ে,হাতে, পায়ে ব্যথা ও যন্ত্রণা থাকে।

৭) প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগে। সর্দি-কাশি লেগে থাকে।

৮) জননেন্দ্রিয়ে খুব চুলকানি হয়।

৯) ওজন কমে যায়।

১০) হার্টের অ্যাজাইনা পেট্রোরিস রোগ এবং মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাধা হয়।

১১) যৌনক্ষমতা কমে যায় বা একেবারেই চলে যায়। অনেক পুরুষের বন্ধ্যাত্ব আসে।

মনে রাখবেন, রোগের প্রথম অবস্থায় প্রায় কোন উপসর্গ থাকে না। মেদভারে ভারী হয়ে ওঠে। তারপর শুরু হয় উল্টোটান। রোগ হঠাৎ ধরা পড়ে। কাজেই উপসর্গগুলি কখন আপনার সামনে এসে ধরা দেবে তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন না। কারণ উপসর্গগুলি যখন প্রকাশ পাবে তখন রোগটা অনেক এগিয়ে গেছে। কাজেই গোড়া থেকে সতর্ক হন।

ডায়াবেটিস মারাত্মক কেন ?

একবার ডায়াবেটিস হলে সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। এ রোগ নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু সহজে নিরাময় হয় না। প্রয়োজনে প্রতিদিন ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। আবার অনেক সময়ে অতি নিয়ন্ত্রণের ফলে এবং ওষুধের ডোজ কম-বেশি হলে, রক্ত পরীক্ষা নিয়মিত না করলে 'হাইপোগ্লাইসেমিয়া' নামক এক মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। আর দীর্ঘদিন যদি ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকে তা হলে শরীরের বেশি কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তাতে প্রাণঘাতী উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কিডনির কার্য অক্ষমতা বা রেনাল ফেলিওর, চোখের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ডায়বেটিক রেটিনা প্যাথি যার থেকে অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে, স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রভাবের ফলে ডায়বেটিক নিউরোপ্যাথি থেকে হাত পা ঝিন ঝিন,হতে হতে প্যারালিসিস পর্যন্ত হতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

অনেক ধরনের ডায়াবেটিস দেখা যায়। যেমন-

ক) **বয়সকালের ডায়াবেটিস :** এধরনের ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বয়স ৪০ বা তদূর্ধ্ব। পুরুষরাই বেশি এ রোগের শিকার। প্রথমে কোন লক্ষণ বোঝা যায় না। হঠাৎ কোনও কারণে মূত্র পরীক্ষার রোগ ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে ইনসুলিন না নিলেও ডায়াবেটিস নিরোধক বড়ি খেলেই কাজ হয়।

খ) **বয়ঃসন্ধিকালের ডায়াবেটিস:** কুড়ি বছর বয়সের আগে যাদের ডায়াবেটিস হয় তাদের এই শ্রেণিতে ফেলা যায়। রোগ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের প্রচণ্ড উপসর্গ দেখা যায়। এদের পক্ষে ইনসুলিন উপকারী।

গ) **লাইপো-অ্যাট্রোফিক :** এই শ্রেণির ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীর পায়ে, পেটে যে সব চর্বি জমা থাকে তা নিঃশেষিত হয়। লিভার বেড়ে যায় এবং বেসাল মেটাবলিক রেট (বিএমআর) বাড়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৬ বছর বয়সের আগেই এ রোগ হয়েছে। এদের রক্তে ফ্যাট জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। বেশিমাত্রায় ইনসুলিন ইনজেকশন দিয়ে রোগ আয়ত্বে আনা যায়।

চলতি ভাষায় ডায়াবেটিস বলতে এই ধরনের ডায়াবেটিসকেই বোঝায়। চলতি কথায় এঁদের কে সুগারের পেসেন্ট বলা হয়।

বংশগত কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। বাবা মা কারণ থাকলে সন্তানের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী উভয়ের যদি এ রোগের প্রবণতা থাকে তা হলে চিকিৎসাগত দিক থেকে বলা যায় এক্ষেত্রে বিয়ে না কারই ভাল।

শতকরা ৮০ জন ভোগেন ডায়াবেটিস টাইপ বি জাতীয় শ্রেণিতে। সাধারণত ৪০ বছরের পরে এটা দেখা যায়।

এরা হন মোটা প্রকৃতির। এঁদের দরকার ওজন কমিয়ে ফেলা। এক্ষেত্রে চিকিৎসণর সুবিধা হচ্ছে ইনসুলিনের দরকার হয় না। বড়ি খেয়ে রোগ সারান যায়। যেসব রোগীর ডায়াবেটিস ইনসুলিন না নিলে কমে না, তাদের বলা হয় ইনসুলিন নির্ভরশীল। এদের 'এ' বিভাগে ফেলা হয়। এঁদের সারাজীবন ইনসুলিন নিতে হয়। এটা মারাত্মক। একারণে সব সময়ে সতর্ক থাকতে হবে, চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। অল্প বয়সীরা এ রোগে ভুগে থাকেন। এঁরা সাধারণত মোটা হন না। ইনসুলিন নেওয়া এদের জীবনে দৈনন্দিন স্নান-খাওয়ার মত হয়ে যায়। ইনসুলিন না হলে চলবে না।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা

ডায়াবেটিসের চিকিৎসার তিনটি অঙ্গ। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা, রোগের তীব্রতা অনুসারে ইনসুলিন খাওয়া বা নির্ধারিতক্রমে ওষুধ খেতে হবে। এই রোগের ক্ষেত্রে খাদ্য নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য, ওষুধ গ্রহণেও কোন তারতম্য, বেনিয়ম ঘটলে রোগ নিয়ন্ত্রণে বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। রোগীর ওজন, বয়স রোগের সময়কাল, ব্লাড প্রেসার হার্ট-এর অবস্থা রোগী কি ধরনের কাজ করেন, এসবের ওপর খাদ্য তালিকা করা হয়।

খাবারে বিধিনিষেধ

১) প্রাণীদেহের লিভার, হার্ট, কিডনি, ব্রেন

২) রেড মিট- গরু, কুকুর এবং খাসির মাংস

৩) চিংড়ি, কাঁকড়া

৪) ডিমের হলুদ অংশ

৫) চকোলেট, কেক, পেস্ট্রি, বরফ, মধু, জ্যাম, জেলি

৬) ফ্যাট জাতীয় খাবার

৭) সন্দেশ, রসগোল্লা

৮) মদ জাতীয় পানীয়

৯) মাটির নিচের সবজি-আলু,বীট ইত্যাদি

১০) ফল-আম, কলা,সবেদা, আতা, বেল ইত্যাদি

কি কি খাওয়া যাবে ?

১) পরিমিত মাত্রায় গম বা চাল

২) যথেষ্ট পরিমাণে পাতাওয়ালা শাক-সবজি

৩) মাছ (তৈলাক্ত বাদে)

৪) টক দই

৫) চিনি ছাড়া চা, কফি

৬) টোস্ট, বিস্কুট ইত্যাদি।

খাবারের পরিমাণ

আমাদের দেহের প্রতি কেজি ওজনের জন্য ৩০ ক্যালরি খাদ্য দরকার হয়। মোটাদের ক্ষেত্রে ২০-২৫ ক্যালরি প্রয়োজন। প্রবীণদের দৈনিক ১০০০-১৫০০ ক্যালরি। মধ্যবয়সীদের ১৫০০-২০০০ ক্যালরি এবং অল্পবয়সীদের ২০০০-৩০০০ ক্যালরি খাদ্য প্রয়োজন। এর মধ্যে শর্করা দৈনিক ১০০-২৫০ গ্রাম। প্রোটিন দরকার দিনে ৫০ থেকে ১৫০ গ্রাম।

খাদ্য তালিকা

জল খাবার : রুটি ২টি, সবজি পরিমাণ মত, দুধ ১ কাপ, চিনি ছাড়া চা।

মধ্যাহ্ন ভোজন : ভাত ২ কাপ, ডাল নয়। ভাতের পরিমাণ কমলে ডাল চলবে। মাছ ৭৫ গ্রাম। ১ কাপ টক দই।

বিকেল : বিস্কুট ২টি বা মুড়ি ৫০ গ্রাম, ছানা, শসা ১টা কমলা বা মুসম্বি ১টা পাকা পেঁপে ৪০ গ্রাম, চা ইচ্ছে হলে।

নৈশ ভোজন : রুটি ২টি, ইচ্ছেমত সবজি, মাছ, মুরগির মাংস ৭৫ গ্রামের বেশি নয়। শোবার সময় দুধ ১ কাপ।

শহরের সংযুক্ত এলাকার রাস্তার নামকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা পুরসভা: শহরের সংযুক্ত এলাকার (যাদবপুর, বেহালা, গার্ডেনরিচ) একাধিক রাস্তা নামহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এবার সেগুলির নামকরণ করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। পাশাপাশি মূল কলকাতার (১-১০০ নম্বর ওয়ার্ডের) প্রায় সবকটি রাস্তার নয়া নামকরণের কাজ শেষের পথে। গত ৪ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পুর ভবনে 'রাস্তা নামকরণ কমিটি'র এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরসচিব ফিরহাদ হাকিম, কমিটির সভাপতি চিত্রশিল্পী জয় গোস্বামী সহ অন্যরা। বৈঠকের আলোচনা থেকে উঠে আসে যে, একই রাস্তার পুরনো ও নতুন নাম গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন বেহালা পশ্চিমের বেহালা চৌরাস্তা ও মহেশতলার ডাকঘর সংযুক্তকারী ৮ কিলোমিটার রাস্তাটি কেউ লেখে বীরেন রায় রোড (পশ্চিম)' আবার নতুন কেউ লেখেন হো-চি-মিন-সরণি।

বীরেন রায় রোড লেখার তবে একটি কারণ থাকলেও হো-চি-মিন সরণি লেখার কোনও যৌক্তিকতা নেই। ফলে মানুষের কাছে রাস্তা নাম নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। প্রথমে রাস্তাগুলির নির্দিষ্ট নাম দেওয়া প্রয়োজন। নামকরণ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম অনুসারে করার কথা হয়েছে।

আবার ঝড়খালিতে কুমির ছানা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : সুন্দরবনের উন্নয়ন একটি পর্যদের জলাশয় থেকে আরও একটি কুমির ছানা উদ্ধার করে বন দফতরের কর্মীরা। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ঝড়খালি সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের ১২ একর জলাভূমি থেকে এনিয়ে মোট ১৫টি কুমির ছানা উদ্ধার করেছে কর্মীরা। পর্যদের জলাভূমিতে একটি কুমির ছানা চলাফেরা করতে দেখে জাল ফেলে বনদফতরের কর্মীরা। জালে ধরা পড়ে দুই ফুট লম্বার একটি কুমির ছানা।

শীতের সময় ঝড়খালিতে পর্যটকের ভিড় বাড়ে। তাই কোনও ভাবে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে তার জন্য ভগবতপুরের কুমির প্রকল্প পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে উদ্ধারকৃত কুমিরছানাগুলিকে।

অঞ্জন-সৃঞ্জয়কে বিরক্ত করো না

ষোলো পাতার পর

প্রাক-মরসুম কন্ডিশানিং করেননি তখন দেবাশিস-সৃঞ্জয়রা কোথায় ছিলেন। যেসব সাংবাদিকরা নিয়মিত মাঠে যান তাঁরা দেখেছেন মোহনবাগান প্রাক্টিসে কর্তাদের উপস্থিতি দেখা ভাগ্যের ব্যাপার। যেসব কর্তারা মাঠে উপস্থিত হন তাঁদের হাতে বিশেষ কোনও ক্ষমতা নেই। যেসব কর্তারা এইসব পুতুলদের নাচান তাঁরা ক্লাব চালাচ্ছেন টেলিফোনের মাধ্যমে। এরপরে আবার কোচ নিয়ে সাপ-লুডো খেলায় মেতেছেন দেবাশিস-সৃঞ্জয়রা। অবশ্য কোচ বদলের রীতিনীতি নিয়ে তাঁদের পদ্ধতি গিনেসবুকে স্থান পাওয়ার যোগ্য। একবার সকালের প্র্যাক্টিসের পর এক বিখ্যাত কোচকে ক্লাব সভাপতি বললেন, আপনি তো সাউথ ক্লাবে যাচ্ছেন, চলুন নামিয়ে দিই। সাউথ ক্লাবের সামনে গাড়ি থেকে নামিয়ে ওই কোচকে জানিয়ে দেন তাঁর আর চাকরি নেই। প্রথমবার জাতীয় লিগ জয়ী ভিন রাজ্যের কোচকে ফ্ল্যাট পছন্দ করিয়ে তাঁর পরিবারকে আনতে বলা হয়। পরের দিনই সেই কোচ হঠাৎই বরখাস্ত হয়ে যান। ভারতে সর্বকালের সেরা এক কোচকে তাঁরা অবশ্য বিদায় দিয়েছিলেন খুব ভদ্রভাবে। এয়ারপোর্টের কাছে এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্ট খাইয়ে।

এবার এতো সমস্যার মধ্যেও দলকে যিনি ভালভাবে চালানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, সেই করিমকে বলির পাঁঠা করে বিদায় দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। অবশ্য করিমের যে দোষ নেই তা নয়, সহকারি কোচ মৃদুল ব্যানার্জিকে প্রায় পাত্তা দেন না বললেই চলে। অথচ ময়দানে যাঁরা দু'দশক রয়েছেন তাঁরা জানেন, মৃদুল অত্যন্ত গুণি কোচ।

সত্যি কথা বলতে কি প্রশিক্ষক হিসেবে শুধু টেকনিকাল দক্ষতার কথা যদি ওঠে তাহলে মৃদুল কিন্তু যে কোনও দলকে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন করার মতোই দক্ষতা সম্পন্ন। তবে করিম ও মৃদুলের কম্বিনেশন যাতে ঠিকমতো গড়ে ওঠে সেই দায়িত্বটুকু পালন করার কর্তব্যটা কর্তাদেরই করার কথা নয় কি!

নৌবাহিনীতে রাঁধুনি, স্টুয়ার্ড ও সাফাই কর্মীপদে নিয়োগ

দুয়ের পাতার পর

উচ্চতা : অন্তত ১৫৭ সেমি এবং সেই অনুযায়ীয় ওজন ও বুকের ছাতি ৫ সেমি পর্যন্ত ফোলাতে পাওয়া যায়।

উপজাতি প্রার্থীরা উচ্চতায় নিয়মমাফিক ছাড় পাবেন। হৃদরোগ, ভাঙা হাঁটু, পায়ের চেটালো পাতা, কানে সংক্রমক জাতীয় সমস্যা থাকা চলবে না। কান ও দাঁত পরিষ্কার থাকতে হবে।

রাঁধুনি ও স্টুয়ার্ড পদের ক্ষেত্রে চশমা ছাড়া দৃষ্টিশক্তি হতে হবে ৬-৩৬। চশমা পরে ভাল চোখে হওয়া চাই ৬-৯, খারাপ চোখে ৬-১২। সাফাই কর্মীদের চশমা ছাড়া ৬-৭ এবং চশমা পড়ে ভাল চোখে ৬-৯ ও খারাপ চোখে ৬-২৪।

লিখিত পরীক্ষা কল লেটার পাঠানো হবে আগামী বছর মার্চ মাসের পর। লিখিত পরীক্ষার দিনই ফল প্রকাশিত হবে। তারপরের দিনই শারীরিক সক্ষমতা ও মেডিক্যাল টেস্ট হতে পারে।

আবেদন পদ্ধতি : পূর্বে উল্লেখিত ওয়েবসাইটে গিয়ে 'সেইলরস এন্টি' অপশানে অ্যাপ্লাই অনলাইন লিঙ্কে ক্লিক করলেই আবেদন পত্র পাবেন। দরখাস্ত পূরণ করে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শংসাপত্র এবং ১০ টাকার ডাক টিকিট সাটানো নিজের নাম , ঠিকানা লেখা, ২২-১০ সেমি একটি খাম পাঠাবেন এই ঠিকানায়। পোস্ট বক্স নম্বর ০২, পোস্ট লোদি রোড, নয়াদিল্লি-১১০০০৩। অফলাইনে দরখাস্ত এই ঠিকানাতে পাঠাতে হবে। পৌঁছানো চাই ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে। ফর্মের সঙ্গে যে সকল শংসাপত্র পাঠাতে হবে তা হল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের প্রমাণপত্রের অ্যাটেসস্টেড জেরক্স।

আকাদেমি না হলে হাল ফিরবে না

ষোলো পাতার পর

আর ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিয়ে ভারতের মনোজ-গজানন জুটি ছিল তিন নম্বরে। সেই কিংবদন্তি মানুষটি কিন্তু আজও ভারতের সাইনা-সিন্ধুকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। তাঁর কথায়, 'সাইনা গত লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পেল, এই মুহূর্তে চোটের জন্য কাবু। তাই খুব একটা ভাল ফল করছেন না। আর সিন্ধু তো খুব প্রমিসিং তারকা। সাইনার থেকেও অনেকদূর এগিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে। হাইটটা সিন্ধুর একটা প্লাস পয়েন্ট।' মনোজ ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে সিঙ্গলসে আটবার রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন। ডাবলসে ৬ বার এবং ৫ বার সিক্সড ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন। ১৯৫১, ৫৩ এবং ৫৪ সালে গজানন হেমাডিকে জুটি করে ডাবলসে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। এই জুটি টমাস কাপে আলোড়ন ফেলেছিল। কোর্টে তাঁর তীব্র গতি ক্ষিপ্রতা সকলের নজর কেড়েছিল।

তবে সবচেয়ে মজার কথা হল এই কিংবদন্তি ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার জীবনের প্রথম পর্বে ছিলেন দক্ষ গোলকিপার। সেকেন্ড ডিভিশন টিমে ইয়ং বেঙ্গলে খেলতেন। পরবর্তীকালে প্রথম ডিভিশনে এরিয়ান ও ভবানীপুরের হয়েও খেলেছেন। তাঁর কথায়, 'তখন আমি ভবানীপুরে খেলি। মান্না খেলে হাওড়া ইউনিয়নে। এরিয়ানের হয়ে লক্ষ্ণৌতে খেলতে গিয়েছিলাম। মান্না আর আমাকে লিয়েনে নেওয়া হয়েছিল। আমি গোলকিপার ছিলাম, মান্না স্টপার। তাই ওর সঙ্গে সম্পর্কটা খুব ভাল ছিল। দীর্ঘ দিন কলকাতা মাঠের রেফারিও ছিলাম।'

খেলা ছাড়ার পর দীর্ঘদিন বাংলার পুরুষ ও মহিলা বিভাগের মুখ্য কোচের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাতিয়ালায় জাতীয় কোচ রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের প্রধান কোচ রূপে গিয়েছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কোচরূপে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলার ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নির্বাচকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর কোচিং থেকে উঠে এসেছিলেন প্রকাশ পাড়ুকোন।

আজকের বাংলার ব্যাডমিন্টনের হাল নিয়ে খুবই হতাশ। কলকাতায় কোনও অ্যাকাডেমি গড়ে না ওঠাকে দায়ী করলেন খারাপ হালের জন্য। দেশ জুড়ে ইন্ডিয়ান ব্যাডমিন্টন লিগ নিয়ে চলা উন্মাদনার ভিড়ে তিনি নেই। তাঁর মতে, 'এতে টাকা আসতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের প্লেয়ার উঠবে না।'

এই কিংবদন্তি মানুষটির মনে কোনও পুরস্কার না পাওয়ার ক্ষোভ আছে। ১৯৪৭ সালের রাজ্য সরকারের সামান্য ক্রীড়া পুরস্কার ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনও কিছুই জোটেনি। তবে কৃতজ্ঞ ভারতীয় ক্রিকেটের আর এক কিংবদন্তী ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকারের কাছে। তাঁর সংস্থা দ্য চ্যাম্প'এর পক্ষ থেকে চিকিৎসার জন্য মাসিক অনুদান পান।

এক সময়ের সঙ্গী শৈলেন মান্না চলে গিয়েছেন। গজানন হেমাডিও আজ নেই। সদ্য চলে গেলেন প্রতিবেশি বন্ধু বিদ্যুৎ মজুমদার। হরিদেবপুরের নিজের বাড়িতে জীবনের কোর্টে একা পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে সময় কাটান মনোজ গুহ।

বিদেশি স্ট্রাইকাররা ব্যর্থ কেন

ষোলো পাতার পর

তাঁর আচরণ ঘিরে প্রাক্তন কোচ আজিজ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ফিটনেস লেভেল নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ক্লাব কর্তারা তাঁর আচরণের জন্য তাঁকে শোকজ পর্যন্ত করেছেন। এই লেখা প্রেসে যাওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে বলা যায় টোলগের বিদায় ঘণ্টা কেবল মাত্র সময়ের অপেক্ষা। নতুন কোচ সঞ্জয় সেন টোলগে দলে একেবারেই চাইছেন না।

গোল পাচ্ছেন না বলে রন্টি অবশ্য বলেছেন, পিছন থেকে বল পাশ করার কোন প্লেয়ার না থাকার ফলেই এ বছর এই হাল হয়েছে। গত বছর দুর্দান্ত পাশ বাড়িয়ে ছিলেন কার্লোস হার্নান্ডেজ। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন লালকমল ভৌমিক। এবার কার্লোস নেই পাশাপাশি লালকমল চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে। ফলে তার একটা প্রভাব খেলার মধ্যে পড়েছে।' রন্টির এই মন্তব্য সমর্থন করে হোসে রাসিরেজ ব্যারেটো বলেছেন, 'ভাল অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার নেই যে নিখুঁত পাশ বাড়াবে। যে কারণে স্ট্রাইকাররাও দিশাহীন হয়ে পড়ছেন। গোল পাচ্ছেন না।' ব্যারেটোর এই যুক্তি বাসুদেব মণ্ডল মানতে পারছেন না। তাঁর কথায়, স্ট্রাইকারদের মধ্যে ব্যক্তিগত দক্ষতাটা সেইভাবে ফুটে উঠছে না। মহামেডানের মাঝ মাঠে পেনের মতো এই অসাধারণ প্লেয়ার রয়েছে। ইস্টবেঙ্গলে মেহেতাব, লোবোর মতো প্লেয়ার রয়েছেন, মোহনবাগানে ডেনসান দেবদাস ও কাটসুমি আছে।

সেক্ষেত্রে বল পিছন থেকে আসছে না এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। স্ট্রাইকাররা তাঁদের খেলাটা ঠিকমতো খেলতে পারছে না বলেই কলকাতার দলগুলির আজ আইলিগে এই অবস্থা হয়েছে। তাই ওডাফাকে আজ গো ব্যাক স্লোগান শুনতে হচ্ছে।

সর্বভারতীয় ডাক্তারি কোর্সে জয়েন্ট এন্ট্রান্স

আবেদন নেওয়া শুরু হল

দুয়ের পাতার পর

কনফার্মেশন পাবেন ১০ জানুয়ারির মধ্যে। দরখাস্ত করার শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর কিন্তু ৩১ জানুয়ারি অবধি টাকা জমা দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে লেট ফিজ লাগবে আরও ১০০০ টাকা।

ওয়েবসাইটে গিয়ে 'অ্যাপ্লাই অনলাইন'-তে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফিজ ডিটেলস আপলোড করে 'ফাইনাল সাবমিট বটমে' ক্লিক করুন। তাহলে রেজিস্ট্রেশন হবে এবং কম্পিউটারাইজড সিস্টেম জেনারেটেড কনফার্মেশন পেজ পাবেন।

ওই পাতার তিন কপি প্রিন্ট আউটের সঙ্গে এক কপি অ্যাটেস্টেড পাসপোর্ট ছবি খামে ভরবেন। খামের উপর লিখবেন কম্পিউটারাইজড সিস্টেম জেনারেটেড সিবিএসই অ্যাড্রেস স্লিপ। পৌঁছতে হবে ১০ জানুয়ারির মধ্যে। পাঠানোর ঠিকানা- দ্য অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি (এগজাম) অল ইন্ডিয়া প্রি মেডিকেল অ্যান্ড প্রি ডেন্টাল এন্ট্রান্স টেস্ট ইউনিট, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন শিক্ষাকেন্দ্র, ২ কমিউনিটি সেন্টার, প্রীত বিহার, দিল্লি-১১০০৯২।

রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সে অনলাইন

পশ্চিমবঙ্গের বি.ই ও বি.টেক, বি.ফার্ম, বি.আর্ক, মেডিকেল কোর্সে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে। ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির সঙ্গে অংক থাকলে ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিওলোজি ও ফার্মেসি কোর্সের জন্য এবং ফিজিক্স কেমিস্ট্রির সঙ্গে বায়োলজি থাকলে মেডিকেল ও ফার্মেসি উভয় কোর্সে আবেদন করা যাবে। এই তিনটি বিষয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মোট ৪৫ শতাংশ নম্বর এবং তপশিলি ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বর চাই। ইংরাজিতে ৩০ শতাংশ এবং মাতৃভাষায় পাশ নম্বর চাই। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সব ক্যাটাগরি প্রার্থীদের ৪৫-এর বদলে ৬০ শতাংশ এবং ইংরাজিতে ৫০ শতাংশ নম্বর পাওয়া চাই। বিআর্ক কোর্সের ক্ষেত্রে দিল্লির আর্কিটেকচার কাউন্সিলের 'এনএটিএ' পরীক্ষায় পাশ করা থাকতে হবে এবং তার দাখিল করতে হবে কাউন্সিলিংয়ের সময়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-তে বয়সসীমা নিম্নতম হওয়া চাই ১৭ বছর। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে ৩১ জুলাই ২০১৪-তে সর্বোচ্চ বয়স হতে হবে ২৫-এর মধ্যে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০১৪। ওয়েবসাইট www.wbjeeb.nic.in

এবার বিদেশি স্ট্রাইকাররা ব্যর্থ কেন

অভি দাস

আইলিগের প্রথম পর্বের খেলায় কলকাতার ৪টি দলই প্রথম ৬ দলের মধ্যে নেই। প্রত্যেকেই প্রচন্ড ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছে। এমনকি ঘরের মাঠে কম শক্তিশালী দলের কাছেও একাধিক গোলে হেরেছে। কলকাতায় ১০ বছর জাতীয় লিগের মুকুট আসেনি ঠিকই কিন্তু সকলের পরস্পরকে এরকম পাল্লা দিয়ে হতশ্রী পারফরমেন্স কোনও বছর দেখা যায়নি। সবুজ-মেরুন জার্সি পড়ে দু কোটি টাকা পকেটে ভরা ওডাফাকে নিজের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও ঘরের মাঠে স্টেডিয়াম থেকেও সমর্থকদের ভয়ে পিছনের গেট দিয়ে বন্ধুর বাইকে করে পালাতে হচ্ছে। প্রাক মরসুম কণ্ডিশনিং প্র্যাক্টিস ঠিকমতো না করার জন্যে মরসুমের শুরুতে চোট পেয়েছেনই উপরন্তু এখনও পর্যন্ত রি হ্যাব করতে পারলেন না। ৫ ম্যাচে তার গোলের সংখ্যা ১। পেশির চোট নিয়েই তাঁকে রোজ মাঠে নামতে হচ্ছে। তার কারণ তাঁর উপযুক্ত পরিবর্ত নেই শতাব্দী প্রাচীন এই জাতীয় ক্লাবের। এই নাইজেরিয়ান অবশ্য বুক ফুলিয়ে বলছেন মাঝ মাঠ থেকে গোলের বল পাচ্ছি না তো। তাঁর এই বক্তব্য, কোনও ভাবেই সমর্থন করেন না কলকাতা মাঠের ৯০ দশকের সেরা বল প্লেয়ার বাসুদেব মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'ওডাফা মোটেই ফিট নয়। গত দু বছর আগে যে ভয়ঙ্কর ওডাফাকে দেখেছি, আজ তার ছায়াকে দেখতে পাচ্চি। যে দলের মাঝমাঠে ডেনসন দেবদাস ও কাটসুমি এবং জুনিয়ার রাম মালিকের মতো খেলোয়াড় আছে সেখানে পিছন থেকে বল না পাওয়ার কোন কারণ নেই।' ওডাফা প্রসঙ্গে কলকাতা ময়দানের কোচ ও প্রাক্তন ভারত সেরা উইংব্যাক অলক মুখার্জি বক্তব্য হল, ওডাফার ম্যাচ ফিটনেস নেই। শরীর আগের তুলনায় অনেক ভারী হয়ে গিয়েছে। তাই এইসব মন্তব্য করছে। ওডাফা এখন অতীতের ছায়ামাত্র। মোহনবাগান তাদের চার নম্বর বিদেশি এরিক মুরান্ডাকে ইতিমধ্যেই বাতিল করে দিয়েছেন। পিয়ারলেসের ক্রিস্টোফারকে লিয়েনে নিয়েছেন।

যিনি ময়দানে খেপ' খেলোয়াড় রূপে পরিচিত। আবিভাব ম্যাচে দুটি গোল করে একটু আলোড়ন ফেললেও তারপর আর কোনও চমক দিতে পারেননি তিনি। ফলে বাগানে গোল করার লোকের অভাব দেখা দিয়েছে।'

গত আইলিগে ২৪ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন ইউনাইটেড স্পোর্টসের রশি ট মাটিন্স। কিন্তু এবার চলতি লিগে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় প্রথম পাঁচের মধ্যে নেই। ১৪ ম্যাচে তাঁর গোল সংখ্যা মাত্র ৪। স্পনসরের অভাবে এখন কোন খেলোয়াড় টাকা দিতে না পারার ফলে ইউনাইটেডের সব খেলোয়াড়ের মধ্যে তার প্রভাব পড়েছে। রন্টিও ব্যতিক্রম নন। আগামী দিন কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে তা নিয়ে ক্লাবের সকলেই চিন্তায় ঘোরতর চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। ময়দানের আকাশে একটা খবর ভাসছে রন্টি হয়তো মরশুমের মাঝে দল পরিবর্তন করতে পারেন।

ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগের দুই প্রধান স্তম্ভ এডে চিডি এবং জেমস মোগা। তাঁরাও এবার গোলের মধ্যে নই। যদিও মোগা ৯ ম্যাটে ৬টি গোল করেছেন। কিন্তু চিডির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ১২ ম্যাচে মাত্র ৪টি গোল তার নামের পাশে লেখা হয়েছে। চিডি নিজেও গোল না পাবার ব্যাপারে একটু হতাশ। চিডি প্রসঙ্গে অলক মুখার্জি মন্তব্য করেন, চিডি আগের তুলনায় অনেক শ্লথ হয়ে গিয়েছে। গোল করার ক্ষমতা কমে গিয়েছে।' আবার চিডির গোল না পাওয়াকে দুভার্গ্য বলেছেন বাসুদেব মণ্ডল। তিনি বলেন, 'বেশ কিছু ম্যাচে চিডি দারুণ খেললেও ভাগ্যের দোষে গোল পায়নি। গত বছর এই চিডিই কিন্তু ২৬ ম্যাচে ১৮টি গোল করেছিলেন।'

মহামেডান দলের আক্রমণভাগের গুরুত্বপূর্ণ দুই স্ট্রাইকার হলেন টোলগে ওজবে এবং জোসিমার। মাঝমাঠের প্লেয়ার পেন। জোসিমার ইতিমধ্যেই ১২টি ম্যাচ খেলে ৯ টি গোল করে প্রথম স্থানে রয়েছেন। টোলগের অবস্থা খুবই খারাপ।

এরপর পনেরো পাতায়

আকাদেমি না হলে হাল ফিরবে না

অভিমন্যু দাস

গত সেপ্টেম্বর মাসে ৯৪ বছরে পদার্পণ করেছেন। নিয়মিত রোজ সকালে করুণাময়ী বাজারে যান পুজোর ফুল আনতে। সঙ্গী অবশ্যই লাঠি। বয়সের ভারে শরীর একটু নুয়ে পড়লেও মনের দিক থেকে তিনি এখনও যুবক। কোচিং-এর নেশা তাঁর মনকে এখনও ডাকে। তিনি ভারতের কিংবদন্তী ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার মনোজ গুহ। একমাত্র বাঙালি টমাস কাপ প্রতিনিধি। এক সময় বাংলার এই তরুণের হাত ধরেই ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল। বদলে দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের মানসিকতা। ১৯৫১-৫২ সালে এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে গজানন হেমাডিকে সঙ্গী করে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন মনোজ গুহ। টমাস কাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে ছিলেন। ৫১-৫২'র টমাস কাপে ডেনমার্ককে

নিজের বাড়িতে মনোজ গুহ। ছবি: প্রতিবেদক

হারিয়ে ছিলেন। আবার ৫৪-৫৫'র টমাস কাপে আমেরিকাকে অনায়াসে হারিয়েছিলেন। সেই সময় এই দুটি দেশ ছিল বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় দল।

এরপর পনেরো পাতায়

ওডাফা-করিমকে বলির পাঁঠা করে কর্তারা কতদিন বাঁচবেন

ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন, অঞ্জন-সৃঞ্জয়কে বিরক্ত করো না

সঞ্জয় সরকার

প্রায় ১৬ বছর আগের কথা। যুবভারতীতে একটি খেলায় মহামেডানকে পয়েন্ট ছেড়ে দিয়েছে মোহনবাগান বলে সন্দেহ মাঠে উপস্থিত দর্শক ও সাংবাদিকদের। খেলা শেষে ড্রেসিং রুমে বেচারি কোচ অমল দত্তকে ঘিরে সাংবাদিকরা প্রশ্নবাণ হানছেন। তখনই ক্লাব সভাপতি টুটু বসু এসে মিডিয়ার উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়লেন রোজই কি ভাল খেলা যায়! তোমাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যেই ভাত ধরে যায় না, রুটি পুড়ে যায় না! এই রকমভাবে কখনও রসিকতা, কখনও কান্নাকাটি, কখনও নতুন নতুন স্বপ্নের মায়াজাল বুনে গত দু'দশক ধরে গঙ্গা পারের ক্লাবে এক চেটিয়া আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছেন গুটি কয়েক কর্মকর্তা। একসময় ধীরেন দেখে সরিয়ে ক্ষমতায় আসার সময় টুটু বসু অঞ্জন মিত্রর সহযোগী ছিলেন কেষ্ট সাহা ও বলরাম চৌধুরী। পরবর্তীকালে বলরামের বিরোধী দলে যোগ দেওয়ার পর আদালতের নির্দেশে টুটু-অঞ্জনদের ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছিল। বেশ কিছুদিন মিলিজুলি সরকারের ডামাডোল চলার পর নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এলেন টুটু -অঞ্জন। ছায়া সঙ্গী হলেন সহসচিব সৃঞ্জয় বসু এবং একদা ফুটবল সচিব বর্তমানে অর্থ সচিব দেবাশিস দত্ত। অনেকটা একটা পরিবারের ক্লাব চালানোর ভঙ্গিতেই এই চারমূর্তি ক্লাব চালাচ্ছেন। তাঁরা সাফল্যও পেয়েছিলেন ২০০০-২০০২-২০০৪-এ জাতীয় লিগ জিতে। সেই সময় হঠাৎই বিজয়ী দলের কম্বিনেশন ভেঙে অপরিহার্য বেশ

কয়েকজন খেলোয়াড়কে ছেড়ে দিয়ে অদ্ভুত দল গড়লেন। তারপর গত ৯ বছর আই লিগ জয় করা দূরের কথা মোহন বাগানের এখন একমাত্র লক্ষ্য থাকে কীভাবে অবনমন বাঁচানো যায়। অথচ এটি নাকি জাতীয় ক্লাব। ক্লাবের অন্যতম সহসভাপতি রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি কলকাতা লিগে 'এ' ডিভিশন থেকে সদ্য প্রিমিয়ারে ওঠা ক্লাব টালিগঞ্জ অগ্রগামির সভাপতি হয়ে আগামী বছর আইলিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার স্বপ্ন দেখা ক্লাবকে দশ কোটি টাকা স্পনসর এনে দিয়েছেন। অথচ সবুজ-মেরুন কর্তারা এবার নাকি টাকার অভাবে ভাল দল গড়তে পারেননি। গত বছরও টোলগেকে নিয়ে তারা এক বিচিত্র নাটকে নেমেছিলেন। ওই যাত্রাপালা না করে ওই পরিশ্রমটুকু দিয়ে তারা অনায়াসে রহিম নবি এবং একজন বিদেশি স্ট্রাইকার দলে দিতে পারতেন। এ বছর আনফিট ওডাফাকে দলে রাজার ভূমিকায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আপত্তিতেই দ্বিতীয় একজন ভাল স্ট্রাইকার আসেন মোহনবাগানে। মিডফিল্ড বলে কিছু নেই। অথচ যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে দেবদাস গত বছর অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ছিলেন। কাটসুমি মরসুমের প্রথমে দুরন্ত খেলা উপহার দিচ্ছিলেন। কাটসুমির মতোই রহস্যময়ভাবে বল ধরতে ভুলে গিয়েছেআদিল খান ও রোইলসন। অ্যান্ডনি পেরেরাকে খেলোয়াড়কে কেন ছেড়ে দেওয়া হল তার কারণ জানতে হলে ফেলুদাকে নিয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই। মোহন কর্তাদের ভাগ্য নেহাতই ভাল যে, সৌভিক ও প্রীতমের মতো দুই নবাগত সবুজ-মেরুন রক্ষণকে দুর্দান্তভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছেন। না হলে একদা শৈলেন মান্না-জার্নেল সিং-সুব্রত ভট্টাচার্যের খেলে যাওয়া ক্লাবের ডিফেন্স এবার নড়বড়ে ইচেকে নিয়ে গতগুলো গোল খেত তা বোধহয় নস্ট্রাডামুস'ও বলতে পারতেন না।

এখন যত দোষ নন্দ ঘোষের মতো কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে ওডাফাকে। অথচ এই ওডাফা যখন ঠিকমতো দল গঠন করতে পারেননি তার ওপর নিজেও

এরপর পনেরো পাতায়

সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সুধীর নন্দী কর্তৃক নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত।
যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।